আমান লোহিয়া

বনাম

কিরণ লোহিয়া

(২০২১ সালের হস্তান্তরিত মামলা (দেওয়ানি) নং ২৫)

১৭ই মার্চ, ২০২১

[এ. এম. খানউইলকার, বি. আর. গাভাই এবং কৃষ্ণা মুরারি, বিচারপতিগণ]

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০: ধারা ৭ — পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৮৪ — ধারা ৭(ছ) – একজন নাবালকের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে আদেশ দেওয়ার আদালতের ক্ষমতা — পিতা-আপীলকারী কর্তৃক অভিভাবক হিসাবে ঘোষণার জন্য অভিভাবকত্ব আবেদন — তবে, মাতা-উত্তরদাতা লিখিত বিবৃতি দাখিল করেননি বা দুটি আবেদনের (আদেশ VI বিধি ১৭ এর অধীনে প্লেডিংস সংশোধনের জন্য, যা এখনও বিচারাধীন) জবাব দেননি — এর পরিবর্তে মাতা সিপিসি-র ১৫১ ধারার অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেন যাতে তাকে নাবালক সন্তানের একমাত্র এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ঘোষণা ও নিযুক্ত করা হয় — এছাড়াও তিনি আদেশ VII বিধি ১১ এর অধীনে অভিভাবকত্ব আবেদন খারিজ করার জন্য একটি আবেদন এবং আদেশ। বিধি ১০ ও আদেশ XXIII বিধি ১ক সিপিসি-র ১৫১ ধারার সাথে পঠিত হয়ে তাকে অভিভাবকত্ব আবেদনে আবেদনকারী হিসাবে স্থানান্তরিত করার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেন — এই আবেদনগুলিতে এবং তার আইনজীবীকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে আপীলকারীকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি — পারিবারিক আদালত মাতাকে নাবালক সন্তানের একমাত্র, একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ঘোষণা করে; এবং এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে পিতা প্রক্রিয়া ত্যাগ করেছেন, মাতাকে অভিভাবকত্ব আবেদনে আবেদনকারী হিসাবে স্থানান্তরিত করে — এই পদ্ধতির ঔচিত্য – স্থির করে: পারিবারিক আদালত সমগ্র প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে — এটি আইন দ্বারা নির্ধারিত ন্যায্য পদ্ধতি অনুসরণ করেনি — নির্ধারিত বাধ্যতামূলক পদ্ধতির অননুমোদন এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে — আদালত বিজ্ঞপ্তি জারি করে আপীলকারীকে যথাযথভাবে পরিবেশন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত না করে উত্তরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত একতরফা স্থানান্তর আবেদনটি গ্রহণ করতে পারত না — যৌথভাবে অভিভাবকত্বের ব্যবস্থা এবং নাবালক সন্তানের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও স্বার্থের উপর শিশু-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে অভিভাবকত্ব আবেদনটি তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে — সুতরাং, স্থানান্তর আবেদনের উপর পাস করা একতরফা আদেশগুলি, এবং নাবালক সন্তানের একমাত্র অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে উত্তরদাতাকে ঘোষণার আবেদনের উপর পাস করা আদেশগুলি বাতিল করা হলো —

অভিভাবকত্ব আবেদন পুনরায় চালু করার এবং নতুন করে নিষ্পত্তির জন্য পারিবারিক আদালতে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ জারি করা প্রসঙ্গে।

পারিবারিক আদালত – সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যপদ্ধতি ও পদ্ধতি মেনে চলা – স্থির করে: পারিবারিক আদালত আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিষয়টি অনুসন্ধান করতে বাধ্য — এর বিশেষত বাধ্যতামূলক পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি বাদ দেওয়ার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা নেই, যা অনুসরণ করা প্রক্রিয়ায় এবং উভয় পক্ষের দাবির নিষ্পত্তিতে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে — পারিবারিক আদালতের সামনে অনুসন্ধানের প্রকৃতি হলো বিচারিক — এটি সংবিধি দ্বারা এই বিষয়ে নির্ধারিত নিয়মাবলী এবং কার্যপদ্ধতির ন্যায্যতা ও প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি মেনে পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী দাবি নিষ্পত্তি করতে বাধ্য — প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার।

পারিবারিক আদালত – কার্যপ্রণালী – ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কার্যপদ্ধতি ও পদ্ধতি: কার্যক্রম পরিত্যাগ – অনুমান – স্থির করে: কার্যক্রম পরিত্যাগের ঘটনা সম্পর্কে কোনো আইনি অনুমান থাকতে পারে না — পরিত্যাগ প্রকাশ্য হতে হবে অথবা যদি এটি উহ্যও থাকে, তবে পরিস্থিতি এতটাই জোরালো ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে যে এই ধরনের অনুমান অনিবার্য।

স্থানান্তরিত মামলার নিষ্পত্তি করে, আদালত

স্থির করে:১.১ পারিবারিক আদালত সমগ্র কার্যক্রম ত্বরান্বিত করে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে। নিঃসন্দেহে, পারিবারিক আদালত আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিষয়টি অনুসন্ধান করতে বাধ্য। বিশেষত বাধ্যতামূলক পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি বাদ দেওয়ার জন্য এর পূর্ণ ক্ষমতা নেই, যা অনুসরণ করা প্রক্রিয়ায় এবং উভয় পক্ষের দাবির নিষ্পত্তিতে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। পারিবারিক আদালতের সামনে অনুসন্ধানের প্রকৃতি, প্রকৃতপক্ষে, বিচারিক। এটি পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী দাবি নিষ্পত্তি করতে বাধ্য এবং এটি করার সময়, এটিকে এই বিষয়ে সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত নিয়মাবলী এবং কার্যপদ্ধতির ন্যায্যতা ও প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি মেনে চলতে হবে।

১.২ সিপিসি-র বিধানাবলী ১৯৮৪ সালের আইনের অধীনে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রযোজ্য। পারিবারিক আদালতকে একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য করা হয় যার এই ধরনের আদালতের সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে। ধারা ৯, ১৪, ১৫ এবং ১৬ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে পারিবারিক

আদালতকে আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যার অর্থ হলো উভয় পক্ষকে আনুষ্ঠানিক আরজি দাখিল করার জন্য জোর দিতে হবে, তারপর নিষ্পত্তির জন্য বিষয়গুলি তৈরি করতে হবে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ দ্বারা দাবিকৃত তথ্য প্রমাণ করার জন্য পক্ষগুলির সাক্ষ্য নথিভুক্ত করতে হবে এবং শুধুমাত্র তারপরেই, সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এই ধরনের সিদ্ধান্তের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করে রায় দিতে হবে। এটি করার জন্য, পারিবারিক আদালতকে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে এবং বিরোধ নিষ্পত্তির আগে আরজি এবং সাক্ষ্যের আকারে তাদের দাবি উপস্থাপন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দিতে হবে।

১.৩ আপীলকারী ১৮৯০ সালের আইনের ধারা ৭-এর সাথে ১৯৮৪ সালের আইনের ধারা ৭(ছ) পঠিত হয়ে পারিবারিক আদালতে আবেদন দাখিল করেছেন — এটি স্বীকৃত। ১৮৯০ সালের আইনের ধারা ৭ আদালতকে একজন নাবালকের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। এই ধরনের প্রার্থনা নাবালকের কল্যাণে আগ্রহী যে কেউ করতে পারে এবং "নাবালকের পিতা ও মাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়"। এই অনুসন্ধানে, আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে এটি নাবালকের কল্যাণের জন্য, তাহলে আবেদনকারীকে নাবালকের ব্যক্তি বা সম্পত্তির বা উভয়ের অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ করতে অথবা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে এই ধরনের অভিভাবক হিসাবে ঘোষণা করতে স্বাধীন। আইনের ধারা ৮ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে কে এই আদেশের জন্য আবেদন করার অধিকারী। এই ধরনের আবেদন ১৮৯০ সালের আইনের ধারা ৯ এর অধীনে যেখানে নাবালক সাধারণত বাস করে, সেই স্থানে এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা আদালতে দাখিল করতে হবে। এই ধরনের আবেদনের পদ্ধতির বিষয়ে, আইনের ধারা ১০-এ আবেদনের ফর্মের বিধান করে তা বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ থাকতে হবে। আইনের ধারা ১১, যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনের উপর কার্যক্রম চালানোর ভিত্তি আছে, তাহলে পদ্ধতির বিধান করে। এর জন্য ১৮৯০ সালের আইনের ধারা ১৩ অনুযায়ী আদেশ দেওয়ার আগে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। আদালতকে ১৮৯০ সালের আইনের ধারা ১৭-তে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে এবং আদেশ দেওয়ার সময়, ধারা ১৯-এ প্রদত্ত ব্যতিক্রমটিও মনে রাখতে হবে যে কাকে অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ করা উচিত নয়। এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, উভয় আইন (১৯৮৪ সালের আইন এবং ১৮৯০ সালের আইন) প্রকাশ, ঘোষণা এবং দাবি এবং

দাবি বিরোধিতাকারী অন্য পক্ষ দ্বারা এর খণ্ডন আকারে পদ্ধতির বিধান করে, যার পরে প্রমাণের নথি নং এবং তার পরে আদালত কর্তৃক ঘোষণা বা আদেশ জারি করা হয়। এই সমস্ত পদক্ষেপে অন্তর্নিহিত হলো সংশ্লিষ্ট সকলকে ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করা।

১.৪ আপীলকারী ১৮৯০ সালের আইনের ধারা ৭ এর বিধানাবলী এবং ১৯৮৪ সালের আইনের ধারা ৭(ছ) পঠিত হয়ে পারিবারিক আদালতে আবেদন দাখিল করেছিলেন — এটি স্বীকৃত। উত্তরদাতা উক্ত আবেদনের বিরোধিতা করে কখনো কোনো লিখিত বিবৃতি দাখিল করেননি — অপরদিকে, আপীলকারী সিপিসি-র আদেশ V। বিধি ১৭ এর অধীনে প্লেডিংস সংশোধনের জন্য দুটি আবেদন দাখিল করেছিলেন। আদালত নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও উত্তরদাতা এই আবেদনগুলিরও কোনো জবাব দেননি। নথিপত্রে এমন কিছু নেই যা নির্দেশ করে যে পারিবারিক আদালত আপীলকারী কর্তৃক দাখিলকৃত প্লেডিংস সংশোধনের এই দুটি আবেদন নিষ্পত্তি করেছে। যদিও আপীলকারী কর্তৃক দাখিলকৃত মূল আপত্তি এবং দুটি সংশোধনের আবেদন ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ থেকে বিচারাধীন ছিল, উত্তরদাতা মূল আবেদন বা সংশোধনী আবেদনগুলিতে কখনো জবাব দাখিল করেননি এবং এর পরিবর্তে ১৩.৯.২০১৯ তারিখে সিপিসি-র ১৫১ ধারার অধীনে নাবালক সন্তানের একমাত্র এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করেন। এই আবেদনটি ১৩.৯.২০১৯ তারিখে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল, যে তারিখে আদালত আপীলকারী এবং তার আইনজীবীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেই আদেশ অনুযায়ী, ১৬.৯.২০১৯ তারিখে যখন আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী আদালতকে তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে অনুরোধ করেন, তখন বিষয়টি আবার বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেই অনুরোধ আদালত মেনে নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, আইনজীবীকে অব্যাহতি দেওয়ার আগে, পারিবারিক আদালতের উচিত ছিল আপীলকারীকে তার আইনজীবীর অনুরোধ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া এবং বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্যও, যদি সে তা চায়। এটা স্বীকৃত যে, পারিবারিক আদালত এমন কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি। ১৬.৯.২০১৯ তারিখের আদেশ থেকে এটি আরও শক্তিশালী হয়েছে। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে দস্তি বিজ্ঞপ্তি যা আপীলকারীর কাছে পাঠানো হয়েছিল, তার প্রাপ্তি এখনও অপেক্ষাধীন ছিল।

১.৫ ধরে নিচ্ছি যে পারিবারিক আদালত আপীলকারীকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই তার আইনজীবীর একতরফাভাবে অব্যাহতি নেওয়ার অনুরোধ মঞ্জুর করতে পারত। তবে, সেই অনুরোধ গ্রহণ করার পর, আপীলকারীকে পাস করা আদেশ সম্পর্কে অবহিত করতে এবং পরবর্তী তারিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য আপীলকারীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা বাধ্যতামূলক ছিল।

পারিবারিক আদালত এর পরিবর্তে ১৯.৯.২০১৯ তারিখে দুপুর ২.৩০টায় মূল বিষয়টি তালিকাভুক্ত করে। ১৬.৯.২০১৯ তারিখের আদেশ অনুযায়ী, পারিবারিক আদালত উপরন্তু একতরফাভাবে ইতিমধ্যে নির্ধারিত ৩০.১০.২০১৯ তারিখের প্রত্যাবর্তনযোগ্য তারিখ বাতিল করে দেয়। নথিপত্রে এমন কিছু নেই যা দেখায় যে উত্তরদাতা এমন কোনো অনুরোধ করেছিলেন।

১.৬ ১৯.৯.২০১৯ তারিখের আগে, উত্তরদাতা সিপিসি-র আদেশ । বিধি ১০ পঠিত হয়ে আদেশ XXIII বিধি ১ক এর অধীনে আরেকটি আবেদন দাখিল করেন যাতে তাকে অভিভাবকত্ব আবেদনে আবেদনকারী হিসাবে এবং আপীলকারীকে সেখানে উত্তরদাতা হিসাবে স্থানান্তরিত করা হয়, ১৮.৯.২০১৯ তারিখের আবেদনে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য। এটি স্বীকৃত যে, এই আবেদনের অনুলিপিও আপীলকারীকে পরিবেশন করা হয়নি বা পারিবারিক আদালত কর্তৃক এই আবেদনের উপর কোনো আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি, যখন ১৯.৯.২০১৯ তারিখে এটি শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছিল। পারিবারিক আদালত কেবল ২০.৯.২০১৯ তারিখে দুপুর ১.০০টায় বিষয়টি তালিকাভুক্ত করার আদেশ দেয়। ১৯.৯.২০১৯ তারিখের আদেশে, ১৬.৯.২০১৯ তারিখের আদেশ দ্বারা আপীলকারীকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে পরিবেশন করা হয়েছে কিনা বা তার উপর কোনো সার্ভিস এফিডেভিট দাখিল করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। আবারও, ২০.৯.২০১৯ তারিখের আদেশেও উত্তরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সিপিসি-র ১৫১ ধারার অধীনে আবেদনের সার্ভিস, উত্তরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সিপিসি-র আদেশ। বিধি ১০ পঠিত হয়ে আদেশ XXIII বিধি ১ পঠিত হয়ে সিপিসি-র ১৫১ ধারার অধীনে আবেদনের সার্ভিস, ১৬.৯.২০১৯ তারিখের আদেশ এবং আপীলকারীর উপর আদেশ। বিধি ১০ এর অধীনে আবেদন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি জারি করার আদেশ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। এতকিছু সত্ত্বেও, আদালত এই অনুমানের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছিল যে আপীলকারী কার্যক্রম পরিত্যাগ করেছেন। কার্যক্রম পরিত্যাগের ঘটনা সম্পর্কে কোনো আইনি অনুমান থাকতে পারে না। পরিত্যাগ প্রকাশ্য হতে হবে অথবা যদি এটি উহ্যও থাকে, তবে পরিস্থিতি এতটাই জোরালো ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে যে এই ধরনের অনুমান অনিবার্য। বরং, অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব নয়। এর জন্য, আদালতের উচিত ছিল এমন উপাদান/প্রমাণ বিবেচনা করা যা ইঙ্গিত করে যে আপীলকারী/আবেদনকারীকে উত্তরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনগুলি যথাযথভাবে পরিবেশন করা হয়েছিল এবং তিনি তার প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীর অব্যাহতি সম্পর্কে এবং আদালতের বিজ্ঞপ্তিগুলির পরিষেবা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। এমনকি যদি আদালত পরিত্যাগ অনুমানও করত, তবে এটি সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে

সিপিসি-র আদেশ IX বিধি ৮ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ত্রুটির কারণে আবেদনটি খারিজ করতে পারত।

১.৭ আদালত উত্তরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত একতরফা স্থানান্তর আবেদনটি গ্রহণ করতে পারত না এবং তাও আদালত কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর আপীলকারীর উপর এটি যথাযথভাবে পরিবেশন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত না করে। এটা স্বীকৃত যে, এমন কোনো অফিসিয়াল আদালতের নথিভুক্ত নেই যা ইঙ্গিত করে যে আপীলকারীর উপর এই ধরনের পরিষেবা সম্পন্ন হয়েছিল, যার মধ্যে আদালত স্থানান্তর আবেদনের উপর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। যুক্তি হিসাবে বলা যায়, এই ধরনের স্থানান্তর যদি অনুমতিযোগ্যও হতো, তবে একতরফাভাবে স্থানান্তর আবেদন মঞ্জুর করার পর, মামলার শিরোনাম সংশোধন না করা পর্যন্ত এবং আবেদনকারীদের নিজেদের দাবির সমর্থনে প্রমাণ পেশ করা সহ আবেদনে উপযুক্ত পরিবর্তন/সংশোধন না করা পর্যন্ত, বিষয়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য এগোতে পারত না। এই ধরনের সংশোধনের পর, যে কোনো ক্ষেত্রে, আদালত কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারি করে আপীলকারীকে সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন ছিল যাতে সে সংশোধিত আবেদনের জবাব দিতে পারে এবং তা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। অভিভাবকত্ব কার্যক্রমে স্থানান্তর অনুমতিযোগ্য, এমনকি নাবালক সন্তানের অন্য পিতামাতার অনুরোধে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে এটি অনুমতিযোগ্য — এই প্রস্তাবটি গৃহীত নয়।

১.৮ আপীলকারী এই যুক্তি দিতে ন্যায্য যে, পারিবারিক আদালত অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিতর্কিতরায় এবং আদেশগুলি পাস করেছে, সম্ভবত উত্তরদাতা এবং তার আইনজীবীর জেদের কারণে, আপীলকারীর বিরুদ্ধে হেবিয়াস কর্পাস এবং আদালত অবমাননার মামলায় হাইকোর্ট কর্তৃক করা পর্যবেক্ষণের আলোকে। হেবিয়াস কর্পাস আবেদন বা আদালত অবমাননার আবেদনে হাইকোর্ট কর্তৃক আপীলকারীর আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করা হলেও, এটি নাবালক সন্তানের অভিভাবক হওয়ার জন্য আপীলকারীর উপযুক্ততা বা অন্যথায় নির্ধারণের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে না। সেই বিষয়টি তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে সমস্ত দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যার মধ্যে যৌথভাবে অভিভাবকত্বের ব্যবস্থার সম্ভাবনা এবং আরও বিশেষত, নাবালক সন্তানের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও স্বার্থের উপর শিশু-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই, এমনকি হাইকোর্ট হেবিয়াস কর্পাস এবং আদালত অবমাননার কার্যক্রম নিষ্পত্তি করার সময়, তার রায়ের শেষে একটি সতর্কবাণী যোগ করেছিল যে, অভিভাবকত্ব আবেদন বা পক্ষগুলির মধ্যে অন্যান্য কার্যক্রম

আইন অনুযায়ী তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে চলতে হবে, যা বর্তমান মামলায় পারিবারিক আদালত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে।

১.৯ স্বতঃসিদ্ধভাবে, ২১.৯.২০১৯ তারিখে পারিবারিক আদালত কর্তৃক স্থানান্তর আবেদন এবং নাবালক সন্তানের একমাত্র, একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে উত্তরদাতাকে ঘোষণার আবেদনের উপর প্রদত্ত একতরফা বিতর্কিত রায় এবং আদেশগুলি বাতিল করতে কোনো দ্বিধা নেই। একই কারণে, ১৬.১০.২০১৯ তারিখে পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত তথাকথিত ফলো আপ আদেশ, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাবালক সন্তানের হেফাজত হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটিও বাতিল করা হলো। যেহেতু এই আদেশগুলি বাতিল করা হয়েছে, সেই আদেশগুলির ভিত্তিতে নেওয়া কোনো পদক্ষেপ আইনত অকার্যকর বলে গণ্য হবে এবং সেহেতু এখানে তা ঘোষণা করা হলো। এর অর্থ এই নয় যে নাবালক সন্তানের হেফাজত অবিলম্বে পিতা (আপীলকারী)-কে ফেরত দিতে হবে। এই বিষয়টি পারিবারিক আদালত কর্তৃক এই আদেশের শর্তাবলী অনুযায়ী ফেরত পাঠানো কার্যক্রমে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১.১০ এই আদেশ দ্বারা, অভিভাবকত্ব আবেদন এবং আপীলকারী কর্তৃক মূল অভিভাবকত্ব আবেদনে দাখিলকৃত সমস্ত আবেদনের ফেরত পাঠানো ও পুনরুজ্জীবনের নির্দেশ দেওয়া হলো। আপীলকারী কর্তৃক আদেশ V। বিধি ১৭ পঠিত হয়ে সিপিসি-র ১৫১ ধারার অধীনে দাখিলকৃত আবেদনের সংশোধনের দুটি আবেদন পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত হবে এবং প্রথমে সেগুলির শুনানি হবে। যেহেতু আপীলকারী এই আদালতে বিচারাধীন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে নথিভুক্ত ইউ.এ.ই. আদালতে পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন সমস্ত কার্যক্রম ইতিমধ্যেই প্রত্যাহার করেছেন, এটি এই সত্যের ইঙ্গিত দেয় যে সে অভিভাবকত্ব আবেদনটিকে তার যৌক্তিক পরিণতি পর্যন্ত অনুসরণ করতে ইচ্ছুক, এবং সেই কারণে, উত্তরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সিপিসি-র আদেশ। বিধি ১০ পঠিত হয়ে আদেশ XXIII বিধি ১ সহপঠিত হয়ে সিপিসি-র ১৫১ ধারার অধীনে স্থানান্তর আবেদনটি খারিজ করা প্রয়োজন। তবে, উত্তরদাতা কর্তৃক সিপিসি-র ১৫১ ধারার অধীনে তাকে আপীলকারীর পরিবর্তে একমাত্র এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক হিসাবে ঘোষণার জন্য দাখিলকৃত আবেদনটি পুনরুজ্জীবিত করা হলো। সেটি পারিবারিক আদালতে আইন অনুযায়ী তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে অগ্রসর হবে। উভয় পক্ষের কাছে উপলব্ধ সমস্ত যুক্তি, যার মধ্যে এর রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কেও, পারিবারিক আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তের জন্য উন্মুক্ত রাখা হলো।

১.১১ উত্তরদাতা নাবালক সন্তানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব এবং তার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট নিয়েছেন। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরদাতার আইনজীবী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি উক্ত দাবিকে ত্বরান্বিত করবেন না এবং আপীলকারী কর্তৃক যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে এই আদালতে তা সমর্পণ করতে ইচ্ছুক।

মমতা ময়ী সাহু বনাম অবিনাশ সাহু ২০১৫ এসসিসি অনলাইন ওরি ১৬৭; সোমেশ্বর দয়াল বনাম অনুপমা দয়াল ২০১৬ এসসিসি অনলাইন দেল ৪৫৮; রুচি মাজু বনাম সঞ্জীব মাজু (২০১১) ৬ এসসিসি ৪৭৯ : [২০১১] ৭ এসসিআর ৬৭৪; সবিতা সীতারাম বনাম রাজীব বিজয়সারথী রত্নম ২০২০ (৪) একেআর ৩৭২; জে কে বনাম এন এস ২০১৯ এসসিসি অনলাইন দেল ৯০৮৫; তুষার বিষ্ণু উবালে বনাম অর্চনা তুষার উবালে এআইআর ২০১৬ বোম ৮৮; লাহারি সাখামুরি বনাম শোভান কোডালি (২০১৯) ৭ এসসিসি ৩১১:[২০১৯] ৫ এসসিআর ২৪০; আশিষ রঞ্জন বনাম অনুপমা ট্যান্ডন ও আরেকজন (২০১০) ১৪ এসসিসি ২৭৪:[২০১০] ১৪ এসসিআর ৯৬১; তেজস্বিনী গাউদ ও অন্যান্যরা বনাম শেখর জগদীশ প্রসাদ তেওয়ারি ও অন্যান্যরা (২০১৯) ৭ এসসিসি ৪২:[২০১৯] ৭ এসসিআর ৩৩৫; বিবেক সিং বনাম রোমানি সিং (২০১৭) ৩ এসসিসি ২৩১:[২০১৭] ২ এসসিআর ৩১২; নিত্যানন্দ রাঘবন বনাম রাজ্য (এনসিটি অফ দিল্লি) ও আরেকজন (২০১৭) ৮ এসসিসি ৪৫৪:[২০১৭] ৭ এসসিআর ২৮১; প্রতীক গুপ্ত বনাম শিল্পি গুপ্ত ও অন্যান্যরা (২০১৮) ২ এসসিসি ৩০৯:[২০১৭] ১৩ এসসিআর ২৩০; কণিকা গোয়েল বনাম দিল্লি রাজ্য ও আরেকজন (২০১৮) ৯ এসসিসি ৫৭৮ : [২০১৮] ১১ এসসিআর ৫৪৬; এবিসি বনাম রাজ্য (এনসিটি অফ দিল্লি) (২০১৫) ১০ এসসিসি ১ : [২০১৫] ৮ এসসিআর ৪২২; রোক্সান শর্মা বনাম অরুণ শর্মা (২০১৫) ৮ এসসিসি ৩১৮ : [২০১৫] ২ এসসিআর ৫৭২; সংগ্রাম সিং বনাম ইলেকশনাল ট্রাইব্যুনাল, কোটা ও আরেকজন এআইআর ১৯৫৫ এসসি ৪২৫ : [১৯৫৫] এসসিআর ১; পাঞ্জাব রাজ্য ও আরেকজন বনাম শামলাল মুরারি ও আরেকজন (১৯৭৬) ১ এসসিসি ৭১৯ : [১৯৭৬] ২ এসসিআর ৮২ ; রোজি জ্যাকব বনাম জ্যাকব এ. চক্রমাক্কাল (১৯৭৩) ১ এসসিসি ৮৪০ : [১৯৭৩] ৩ এসসিআর ৯১৮; গৌরব নাগপাল বনাম সুমেধা নাগপাল (২০০৯) ১ এসসিসি ৪২ : [২০০৮] ১৬ এসসিআর ৩৯৬ – উল্লেখিত।

চাইল্ড এক্সেস ও কাস্টডি গাইডলাইনস সহ প্যারেন্টিং প্ল্যান; চাইল্ড রাইটস ফাউন্ডেশন এনজিও

মুম্বাই, ২০১৪ কর্তৃক চাইল্ড এক্সেস ও কাস্টডি গাইডলাইনস সহ প্যারেন্টিং প্ল্যান; ল কমিশন অফ ইন্ডিয়া প্রতিবেদন নং ২৫৭ – ভারতে অভিভাবকত্ব ও হেফাজত আইনের সংস্কার (মে, ২০১৫) – উল্লেখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১১] ৭ এসসিআর ৬৭৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১২
২০২০ (৪) একেআর ৩৭২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
এআইআর ২০১৬ বম ৮৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১৯] ৫ এসসিআর ২৪০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১০] ১৪ এসসিআর ৯৬১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১৯] ৭ এসসিআর ৩৩৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১৭] ২ এসসিআর ৩১২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১৭] ৭ এসসিআর ২৮১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১৭] ১৩ এসসিআর ২৩০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১৮] ১১ এসসিআর ৫৪৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১৫] ৮ এসসিআর ৪২২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১৫] ২ এসসিআর ৫৭২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৬
[১৯৫৫] এসসিআর ১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৭
[১৯৭৬] ২ এসসিআর ৮২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৭
[১৯৭৩] ৩ এসসিআর ৯১৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৭
[২০০৮] ১৬ এসসিআর ৩৯৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২২

দেওয়ানী মূল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের হস্তান্তরিত মামলা (দেওয়ানি) নং ২৫।

২০২০ সালের ৮৫ নং এমএটি আপিল (এফসি)-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের ২৯.০৭.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

কে. এম. নটরাজ, অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল; শ্যাম দিওয়ান, প্রবীণ আইনজীবী; অনিল মালহোত্রা, মুকুল কুমার, রূপেশ কুমার, রাজীব শর্মা, তৌবন ইরানি, শ্রীমতী নীলম শর্মা, শ্রীমতী পঙ্খুরি শ্রীবাস্তব, অলেকশেন্দ্র শর্মা, প্রবেশ বাহুগুনা, বীরেশ বি. সাহারিয়া, অক্ষত আগরওয়াল, শ্রীমতী মালাবিকা রাজকোটিয়া, শ্রীমতী রিতিম ভোহরা, সুদীপ্ত সরকার, শ্রীমতী রিয়া সিং সাহনি,

লক্ষ্মী রমন সিং, অশোক পানিগ্রাহী, শ্রীমতী শ্রদ্ধা দেশমুখ, নবাব সিং, বি. ভি. বলরাম দাস, অরবিন্দ কুমার শর্মা, শ্রীমতী ইন্দিরা ভাকর, সুঘোষ সুব্রহ্মণ্যম, চিরাগ এম. শ্রফ, শ্রীমতী অভিলাশা ভারতী, সুশান্ত ডোগরা উপস্থিত পক্ষগুলির হয়ে আইনজীবীগণ।

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতি

১. আপিলকারী[১] নতুন দিল্লীর দিল্লি হাইকোর্ট[২]-এ ম্যাট আপিল (এফ.সি.) নং ৮৫/২০২০ দায়ের করেছিলেন, যা ২৯.৭.২০২০ তারিখে পাস হওয়া সম্মতি আদেশ অনুসারে এই আদালতে পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন অন্যান্য কার্যধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং এই আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যেখানে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি জড়িত ছিল। আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা সেই আপিলটি নতুন দিল্লীর পাতিয়ালা হাউস পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারক[৩]-এর ২১.৯.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে ছিল, যেখানে শিশু রাইনার ব্যক্তির অভিভাবক হিসাবে তাকে ঘোষণা করার এবং তাকে তার অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ করার জন্য আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা আবেদনে উত্তরদাতা[৪] কর্তৃক নিজেকে আবেদনকারী হিসাবে স্থানান্তরিত করার জন্য দায়ের করা আবেদনটি এই সিদ্ধান্তে মঞ্জুর করা হয়েছিল যে আপিলকারী আবেদনটি পরিত্যাগ করেছেন। একই দিনে, একটি পৃথক আদেশ দ্বারা, উত্তরদাতাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র, একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

২. উভয় পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে একাধিক কার্যধারা শুরু করেছে, যা মূলত তাদের মধ্যে অসঙ্গতিপূর্ণ বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত। আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা অভিভাবকত্ব আবেদন ছাড়াও, উত্তরদাতা দুইবার হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দায়ের করেছিলেন এবং হেফাজত ও দর্শনের অধিকার সংক্রান্ত আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী অমান্য করার কারণে, উভয়কেই একে অপরের বিরুদ্ধে অবমাননা আবেদন দায়ের করতে হয়েছিল। আপিলকারী, সেইসাথে তার বাবা-মাও হেবিয়াস কর্পাস আবেদন(গুলি) এবং অবমাননা আবেদন(গুলি)-তে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতর আবেদন(গুলি) দায়ের করেছেন।

৩. যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, উক্ত কার্যধারার শুনানির সময়, পক্ষগুলি ফ্যামিলি কোর্টের ২১.৯.২০১৯ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে বিচারাধীন প্রথম আপিল [ম্যাট আপিল (এফ.সি.) নং ৮৫/২০২০] স্থানান্তরের জন্য সম্মত হয়েছিল, যেখানে মূলত অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত বিষয় জড়িত। এছাড়াও, পক্ষগুলির মধ্যে একটি বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনও বিচারাধীন রয়েছে।

---

[১] উত্তরদাতার স্বামী

[২] সংক্ষেপে, "হাইকোর্ট"

[৩] সংক্ষেপে, "পারিবারিক আদালত"

[৪] আপিলকারীর স্ত্রী

৪. যাই হোক না কেন, যখন এই আদালতে পক্ষগুলির মধ্যে মামলাগুলি একই সাথে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, তখন অভিভাবকত্বের প্রশ্নটি প্রথমে মোকাবেলা করা উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল, এই প্রস্তাবে পক্ষগুলি অনুকূল প্রতিক্রিয়া জানায় এবং সেই বিষয়ে সমস্ত দিক থেকে আদালতের কাছে আবেদন করে। আশ্চর্যজনকভাবে, এই আদালত ২৯.৭.২০২০ তারিখের আদেশবলে হাইকোর্টে বিচারাধীন প্রথম আপিলটি প্রত্যাহার করে এই আদালতে স্থানান্তরিত করা সত্ত্বেও, হাইকোর্ট ৬.৮.২০২০ তারিখে সেই আপিলেই, এই আদালত কর্তৃক ২৯.৭.২০২০ তারিখে পাস করা আদেশটি উল্লেখ করা সত্ত্বেও, আপিলটি এবং এর সাথে বিচারাধীন আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করতে অগ্রসর হয়। হাইকোর্ট এটি করতে পারত না। কারণ, ২৯.৭.২০২০ তারিখে এই আদালতের আদেশের পর আপিলটি নিয়ে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার তার ছিল না। তবুও, উভয় পক্ষই ৬.৮.২০২০ তারিখের হাইকোর্টের আদেশ উল্লেখ না করে স্থানান্তরিত মামলা (আপিল) এর গুণাগুণের ভিত্তিতে যুক্তি উপস্থাপন করে।

৫. যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, পক্ষগুলির মধ্যে একাধিক কার্যধারা বিচারাধীন রয়েছে। কিন্তু, এই রায়ে, আমরা অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত আমাদের সামনে বিচারাধীন বিষয়টি সমাধানের জন্য মৌলিক তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারি।

৬. শুরুতেই আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, বর্তমান স্থানান্তরিত মামলায় আমরা যে ধরনের আদেশ দিতে চাইছি, তার জন্য উভয় পক্ষের দ্বারা নির্দেশিত সমস্ত বাস্তব বিষয়গুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, অভিভাবকত্ব আবেদন (জি.পি. নং ০৯/২০১৮) আপিলকারী কর্তৃক ১৮৯০[৫] সালের অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের ৭ ধারা পঠিত ১৯৮৪[৬] সালের পারিবারিক আদালত আইনের ৭(ছ) ধারার অধীনে ৯.২.২০১৮ তারিখে এই দাবিতে দায়ের করা হয়েছিল যে, প্রাসঙ্গিক সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুটি তার হেফাজতে ছিল। আপিলকারী নিম্নলিখিত প্রতিকারগুলির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন: -

ক. আবেদনকারীকে শিশু রাইনার ব্যক্তির অভিভাবক হিসাবে ঘোষণা করা হোক।

খ. আবেদনকারীকে শিশু রাইনার ব্যক্তির অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ করা হোক।

গ. এই মাননীয় আদালত উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করে এমন অন্য কোনো প্রতিকার।

উক্ত আবেদনের উপর ১৯.২.২০১৮ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। উত্তরদাতা ২০১৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত লিখিত বিবৃতি দাখিল করেননি, যখন আপিলকারী দেওয়ানী কার্যবিধির, ১৯০৮ এর আদেশ VI বিধি ১৭ পঠিত ধারা ১৫১ এবং ১৯৮৪ সালের আইনের ১০ ধারার অধীনে একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন দাখিল করেন, যেখানে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন(গুলি) সহ কিছু পরবর্তী ঘটনা নথিতে আনার জন্য আবেদনের সংশোধনের কথা বলা হয়েছিল।

---

[৭] সংক্ষেপে, "১৮৯০ সালের আইন"

[৬] সংক্ষেপে, "১৯৮৪ সালের আইন"

এই আবেদনটি আপিলকারী কর্তৃক ২১.৮.২০১৮ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল। নথিতে এমন কিছু নেই যা নির্দেশ করে যে পরিবার আদালত ২১.৯.২০১৯ তারিখে প্রশ্নবিদ্ধ আদেশটি পাস হওয়ার আগে এই আবেদনটি বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করেছিল। আপিলকারী দেওয়ানী কার্যবিধির, ১৯০৮ এর আদেশ VI বিধি ১৭ পঠিত ধারা ১৫১ এবং ১৯৮৪ সালের আইনের ১০ ধারার অধীনে আবেদনের সংশোধনের জন্য ৪.১০.২০১৮ তারিখে আরও একটি আবেদন দাখিল করেন। পরিবার আদালত এই আবেদনের জবাব দাখিল করার জন্য উত্তরদাতাকে নির্দেশ দেয়। তবে, উত্তরদাতা এই আবেদনেরও জবাব দাখিল করেননি। কিছু আরও উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলকারী ২০.২.২০১৯ তারিখে পরিবার আদালতে আরও একটি আবেদন দাখিল করেন, যেখানে সিভিল কনটেম্পট পিটিশন (সিসিপি) নং ১১৬/২০১৯-এ উত্তরদাতার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট কর্তৃক ১৩.২.২০১৯ তারিখে পাস করা আদেশের কপি নথিতে রাখার জন্য এবং আরও নির্দেশ জারি করার জন্য আবেদন করা হয় যে, উত্তরদাতার অবমাননাকর আচরণের কারণে, তিনি অবমাননা পরিশোধ না করা পর্যন্ত কোনো আবেদনে তার বক্তব্য শোনা উচিত নয়। পরিবার আদালত, সেই আবেদনটি উল্লেখ করার পাশাপাশি, তার ২০.২.২০১৯ তারিখের আদেশেও নথিভুক্ত করে যে আপিলকারী কর্তৃক আদেশ VI বিধি ১৭-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনটি এখনও বিচারাধীন এবং ৮.৩.২০১৯ তারিখে শুনানির জন্য এটি বিজ্ঞপ্তি দেয়। যখন ৮.৩.২০১৯ তারিখে পরিবার আদালতে বিষয়টি তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, তখন উত্তরদাতা কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই, হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫[৮] এর ধারা ২৬-এর অধীনে তার দায়ের করা আবেদনটি নিয়ে তর্ক শুরু করেন, যদিও সেই আবেদনটি সেই তারিখে তর্কের জন্য তালিকাভুক্ত ছিল না। সেই দিনে যা তালিকাভুক্ত ছিল তা হলো চারটি আবেদন, যথা: আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ VI বিধি ১৭-এর অধীনে দুটি আবেদন, সিসিপি নং ১১৬/২০১৯-এ হাইকোর্টের ১৩.২.২০১৯ তারিখের আদেশের কপি নথিতে নেওয়ার জন্য একটি আবেদন এবং চতুর্থটি – উত্তরদাতা কর্তৃক আদেশ VII বিধি ১১-এর অধীনে অভিভাবকত্ব আবেদন (জি.পি. নং ০৯/২০১৮) খারিজের জন্য দায়ের করা হয়েছিল। তবে, সেই দিনে চারটি আবেদনই স্থগিত রাখা হয়েছিল।

৭. এরপর উত্তরদাতা দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১-এর অধীনে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিজেকে ঘোষণা ও নিয়োগের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেন। এই আবেদনটি উত্তরদাতা কর্তৃক ১৩.৯.২০১৯ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল। এই আবেদনের কোনো বিজ্ঞপ্তি আপিলকারীকে দেওয়া হয়নি এবং এর অগ্রিম কপি তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা তার আইনজীবীকে সরবরাহ করা হয়নি। সেই আবেদনে দাবি করা হয়েছিল যে, আবেদনের সাথে সংযুক্ত হাইকোর্টের কার্যধারা থেকে এটি সুস্পষ্ট ছিল যে আপিলকারী শিশুর কল্যাণে কাজ করার এবং কোনো অভিভাবকত্বের সুবিধা প্রদান করার ক্ষেত্রে নিজেকে অযোগ্য, অক্ষম এবং অনুপযুক্ত প্রমাণ করেছেন।

---

[৭] সংক্ষেপে, "সি.পি.সি"

[৮] সংক্ষেপে, "এইচএমএ"

আপিলকারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, এই আবেদনটি ১৬.৯.২০১৯ তারিখে দুপুর ২টায় পরিবার আদালতে শুনানির জন্য পোস্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেমনটি ১৩.৯.২০১৯ তারিখের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ: -

"জিপি নং ০৯/২০১৮

আমান লোহিয়া বনাম কিরণ লোহিয়া

১৩.০৯.২০১৯

উপস্থিত: শ্রীমতী রিতিম ভোহরা, বিজ্ঞ আইনজীবী, উত্তরদাতা/আবেদনকারীর পক্ষে।

দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে উপযুক্ত নির্দেশ চেয়ে উত্তরদাতা/আবেদনকারীর পক্ষে দায়ের করা আবেদনটি আজ গ্রহণ করা হয়েছে।

আবেদনের বিজ্ঞপ্তি আবেদনকারী/অ-আবেদনকারী এবং তার আইনজীবীকে পিএফ দাখিলের পাশাপাশি আইন অনুযায়ী ই-মেইলের মাধ্যমে জারি করা হোক। দাস্তি প্রক্রিয়া দেওয়া হোক।

১৬.০৯.২০১৯ তারিখে দুপুর ২টায় তালিকাভুক্ত করা হোক।

আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী মাননীয় দিল্লি হাইকোর্টের ১২.০৯.২০১৯ তারিখের আদেশের ফটোকপি নথিতেদাখিল করেছেন, যার মাধ্যমে এই আদালত থেকে অন্য কোনো আদালতে মামলা স্থানান্তরের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। যেহেতু এখন এই আদালতের মামলা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো বাধা বা সীমাবদ্ধতা নেই, তাই অ-আবেদনকারী/আবেদনকারীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

উক্ত আদেশ অনুসারে, ১৬.৯.২০১৯ তারিখে বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল যখন নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিল: -

"জিপি নং ০৯/২০১৮

আমান লোহিয়া বনাম কিরণ কৌর লোহিয়া

১৬.৯.২০১৯

উপস্থিত: শ্রী রজত ভল্লা, বিজ্ঞ আইনজীবী, আবেদনকারীর পক্ষে।

বিজ্ঞ প্রক্সি আইনজীবী, উত্তরদাতার পক্ষে।

আজ ফাইল গ্রহণ করা হয়েছে যেহেতু শ্রী রজত ভল্লা, বিজ্ঞ আইনজীবী, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক দায়ের করা দ্রুত শুনানি এবং নির্দেশ জারির আবেদনগুলির বিজ্ঞপ্তি পেয়েছেন।

শ্রী রজত ভল্লা, আইনজীবী, যিনি বর্তমান পিটিশনে এবং এইচএমএ নং ৬২৫/১৮ (নতুন নং ৬৬৩/১৮)-এ আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, জানান যে তিনি তার মক্কেলের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা পাননি, তাই তিনি এই মামলা থেকে অব্যাহতি চাইছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে তিনি একই পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন একই মামলাগুলিতে মাননীয় দিল্লি হাইকোর্টের সামনে অনুরূপ অনুরোধ করেছেন এবং ১২.৯.২০১৯ তারিখের আদেশবলে তাকে সেই মামলাগুলি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও জানান যে তিনি তার মক্কেলকে ই-মেইল করেছিলেন এবং তাকে জানানোর জন্য অন্যান্য পরিষেবা পদ্ধতিও চেষ্টা করেছিলেন যে এই মামলা থেকে অব্যাহতি চাওয়ার কারণে তার আইনজীবীর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি জানান যে তিনি উত্তরদাতার আইনজীবীকে ই-মেইল করে জানিয়েছিলেন যে তিনি আর আবেদনকারী শ্রী আমান লোহিয়ার কোনো বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন না।

শুনানি হলো।

আবেদনকারীর আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর এবং তিনি আবেদনকারীকে যে ই-মেইল পাঠিয়েছেন এবং মাননীয় দিল্লি হাইকোর্টের আদেশের কপিগুলি পর্যালোচনা করার পর, তাকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

আবেদনকারীর পক্ষে আজ কেউ উপস্থিত নেই। তাকে দাস্তি বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছিল এবং সে বিষয়ে প্রতিবেদন অপেক্ষমাণ।

১৯.৯.২০১৯ তারিখে দুপুর ২.৩০টায় তালিকাভুক্ত করা হোক।

পূর্বে প্রদত্ত তারিখ অর্থাৎ ৩০.১০.২০১৯ বাতিল করা হলো।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

ইতিমধ্যে, উত্তরদাতা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ। বিধি ১০ এবং আদেশ XXIII বিধি ১ক সহপঠিত ধারা ১৫১ এর অধীনে আরও একটি আবেদন দায়ের করেন, যেখানে নিজেকে অভিভাবকত্ব আবেদন (জিপি নং ০৯/২০১৮)-এর আবেদনকারী হিসাবে স্থানান্তরিত করার কথা বলা হয়েছিল। এই আবেদনটি ১৮.৯.২০১৯ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল। সেখানে দাবি করা প্রতিকারগুলি নিম্নরূপ: -

<u>প্রার্থনা</u>

উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, মাননীয় আদালতের কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, তিনি যেন:

ক. বর্তমান মামলায় উত্তরদাতাকে আবেদনকারী হিসাবে এবং আবেদনকারীকে উত্তরদাতা হিসাবে স্থানান্তরিত করেন।

খ. ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালত উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করে এমন অন্যান্য আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করুক।"

৮. ১৯.৯.২০১৯ তারিখে, পারিবারিক আদালতে বিষয়টি তালিকাভুক্ত করা হয়, যখন আদালত নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করে: -

"জিপি নং ০৯/২০১৮

আমান লোহিয়া বনাম কিরণ কৌর লোহিয়া

১৯.০৯.২০১৯

উপস্থিত: আবেদনকারীর পক্ষে কেউ নেই।

উত্তরদাতা স্বয়ং বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী মালবিকা রাজকোটিয়া সহ।

উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবী আদেশ ১ বিধি ১০ এবং আদেশ ২৩ বিধি ১ক পঠিত ধারা ১৫১ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে উত্তরদাতাকে স্থানান্তরিত করার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছেন। ২০.০৯.২০১৯ তারিখে দুপুর ১.০০টায় বিবেচনার জন্য তালিকাভুক্ত করা হোক।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২০.৯.২০১৯ তারিখে, যখন বিষয়টি গ্রহণ করা হয়, তখন আদালত নিম্নলিখিত আদেশটি নথিভুক্ত করে: -

"জিপি নং ০৯/২০১৮

আমান লোহিয়া বনাম কিরণ কৌর লোহিয়া

২০.০৯.২০১৯

উপস্থিত: আবেদনকারীর পক্ষে কেউ নেই।

উত্তরদাতা স্বয়ং বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী মালবিকা রাজকোটিয়া সহ।

আবেদনগুলির উপর দুপুর ২:১৫ থেকে বিকাল ৫:০০ পর্যন্ত যুক্তি শোনা হয়েছে, একটি আবেদন আদেশ ১ বিধি ১০ এবং আদেশ ২৩ বিধি ১ক পঠিত ধারা ১৫১ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে এবং অন্য আবেদনটি ধারা ১৫১ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে।

উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবী কেস ল' দাখিল করার জন্য সময় চেয়েছেন।

২১.০৯.২০১৯ তারিখে আদেশের জন্য তালিকাভুক্ত করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-

স্বর্ণ কান্ত শর্মা

প্রধান বিচারক, পারিবারিক আদালত

পাতিয়ালা হাউস কোর্ট, নতুন দিল্লি

২০.০৯.২০১৯ (আর)"

আদালত আবারও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে নজর দেয়নি যে, বিচারাধীন আবেদনটি আপিলকারীকে যথাযথভাবে পরিবেশন করা হয়েছিল কিনা, দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা আবেদন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ। বিধি ১০ এর অধীনে স্থানান্তরের পরবর্তী আবেদন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি তো দূরে থাক।

৯. তদনুসারে, ২১.৯.২০১৯ তারিখে, পরিবার আদালতে বিষয়টি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয় যখন দুটি পৃথক আদেশ পাস করা হয়। প্রথম আদেশটি ছিল এই যে, বিচারাধীন কার্যধারা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও, আপিলকারী মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে এবং নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে, এই কারণে উত্তরদাতা অভিভাবকত্ব আবেদনে আবেদনকারী হিসাবে স্থানান্তরিত হওয়ার এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অভিভাবক হিসাবে নিজেকে ঘোষণার দাবি করার অধিকারী ছিলেন। বলা হয়েছে যে স্থানান্তরের আবেদনের কোনো বিজ্ঞপ্তি আপিলকারীকে কখনই দেওয়া হয়নি, এমনকি তার আইনজীবীকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া সত্ত্বেও এবং আপিলকারী অন্য কোনো আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব না করা সত্ত্বেও তাকে সেই আবেদনের শুনানি সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। একই দিনে, পরিবার আদালত তখন মূল অভিভাবকত্ব আবেদন (জি.পি. নং ০৯/২০১৮) নিষ্পত্তি করতে অগ্রসর হয়। উত্তরদাতা কর্তৃক নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি নথিভুক্ত করার পর, আদালত রায় দেয় যে, মাত্র আড়াই বছর বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অভিভাবকত্ব আপিলকারীকে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তার আচরণের কারণে, তিনি (আপিলকারী) অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অভিভাবক হিসাবে ঘোষিত হওয়ার অধিকার হারান। এই রায় নথিভুক্ত করার পর, আদালত রায় দেয় যে, শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ এবং কল্যাণের জন্য, উত্তরদাতা মাতাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র, একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ঘোষণা করা প্রয়োজন।

১০. ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারী ২১.৯.২০১৯ তারিখের পারিবারিক আদালত কর্তৃক পাস করা উপরোক্ত রায় এবং আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ম্যাট আপিল (এফ.সি.) নং ৮৫/২০২০ এর মাধ্যমে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আপিলকারী পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রকাশিত মতামতের সঠিকতাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য বিভিন্ন কারণ উত্থাপন করেছিলেন, যার মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ আদেশগুলি তাকে ন্যায্য সুযোগ না দিয়ে এবং বাধ্যতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়ে যেভাবে পাস করা হয়েছিল তা অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্নবিদ্ধ আদেশগুলি পারিবারিক আদালত কর্তৃক আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে পাস করা হয়েছিল, তার আইনজীবীকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং এর পরেও আপিলকারীকে বিজ্ঞপ্তি জারি না করে, তাকে বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে, এবং আরও বেশি করে উত্তরদাতাকে আবেদনকারী হিসাবে এবং আপিলকারীকে উত্তরদাতা হিসাবে স্থানান্তরিত করার অনুমতি দিয়ে এবং একই দিনে তাকে (উত্তরদাতাকে) অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র, একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ঘোষণা করে।

১১. আপিলকারীর মতে, আপিলাধীন রায়টি ১৯৮৪ সালের আইনের ১৭ ধারার অধীনে একটি রায় নয়। মামলার নথি থেকে এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে পারিবারিক আদালত ১৯৮৪ সালের আইনের অধীনে তার সামনে আনা বিরোধগুলি নিষ্পত্তির জন্য অনুসরণীয় প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন ও পদ্ধতি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি ১৩.৯.২০১৯ তারিখের আদেশ থেকে স্পষ্ট, যেখানে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে এখানে আপিলকারী এবং তার আইনজীবীকে ১৬.৯.২০১৯ তারিখে দুপুর ২.০০টায় ফেরতযোগ্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হোক। তবে, ১৬.৯.২০১৯ তারিখে, যখন আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী – জনাব রজত ভল্লা আদালতকে জানান যে তিনি অব্যাহতি নিতে চান এবং তার আবেদন আদালত কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়, তখন আপিলকারীকে সে বিষয়ে কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। আদেশটি স্পষ্টভাবে রেকর্ড করে যে আপিলকারীকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তির পরিষেবা সংক্রান্ত দাস্তি প্রতিবেদন এখনও অপেক্ষাধীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এর আগে, আদালত ৩০.১০.২০১৯ তারিখের জন্য বিষয়টি তালিকাভুক্ত করেছিল, যা পারিবারিক আদালত ১৬.৯.২০১৯ তারিখের আদেশ অনুসারে একতরফাভাবে বাতিল করে দেয়, আবারও আপিলকারীকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে। উপরন্তু, দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা আবেদন সংক্রান্ত আপিলকারীর উপর বিজ্ঞপ্তির পরিষেবার সত্যতা নির্দেশ করে কোনো পরিষেবা হলফনামা নথিতে দাখিল করা হয়নি, যেখানে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র, একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিজেকে ঘোষণার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, আদালত ১৯.৯.২০১৯ তারিখে বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যায়, কিন্তু সেই তারিখের আগে, উত্তরদাতা কর্তৃক আরও একটি আবেদন দায়ের করা হয়, যেখানে ১৮.৯.২০১৯ তারিখের আবেদনে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য নিজেকে অভিভাবকত্ব আবেদনে আবেদনকারী হিসাবে এবং আপিলকারীকে উত্তরদাতা হিসাবে স্থানান্তরিত করার কথা বলা হয়েছিল। এমনকি এই আবেদনের কপিও আপিলকারীকে দেওয়া হয়নি এবং তা সত্ত্বেও, পারিবারিক আদালত ১৯.৯.২০১৯ তারিখে এটি নিয়ে এগিয়ে যায়, যেখানে আপিলকারীকে পূর্ববর্তী আবেদন বা পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছিল কিনা সেই তথ্য নথিভুক্ত না করেই; এবং তবুও পরের দিন অর্থাৎ ২০.৯.২০১৯ তারিখে দুপুর ১.০০টায় বিবেচনার জন্য বিষয়টি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সংক্ষেপে, এটি জোর দেওয়া হয়েছে যে রেকর্ডটি স্পষ্টতই সেই পদ্ধতি সম্পর্কে কথা বলছে যেখানে পারিবারিক আদালত ২১.৯.২০১৯ তারিখে আদেশগুলি পাস করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, উত্তরদাতার প্ররোচনায় চরম দ্রুততার সাথে ১৯৮৪ সালের আইন পঠিত দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানগুলিতে নির্ধারিত বাধ্যতামূলক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির লঙ্ঘনের একটি সুস্পষ্ট ঘটনা ছিল। এটি জোর দেওয়া হয়েছে যে, পারিবারিক আদালতের পক্ষে আপিলকারী প্রক্রিয়া ত্যাগ করেছেন এমনটি অনুমান করা উচিত ছিল না, যতক্ষণ না তিনি আদালতে এসে এটি বলতেন বা সে বিষয়ে আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করতেন। এটি একটি বাস্তব প্রশ্ন এবং আইনি অনুমান কর্তন করার বিষয় নয়। আদালত যদি নিশ্চিত হতো যে আপিলকারী নিষ্ঠার সাথে প্রক্রিয়া অনুসরণ করছেন না বা কোনোভাবে বাধা সৃষ্টি করছেন, তবে আদালত সর্বোচ্চ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ IX বিধি ৮ এর অধীনে ডিফল্ট বা অ-প্রসিকিউশনের কারণে আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা আবেদনটি খারিজ করতে পারতো।

যাই হোক না কেন, যেহেতু আদালত আপিলকারীর বিরুদ্ধে একতরফাভাবে স্থানান্তরের আবেদন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাই তাকে তার আদেশে এবং এর সমর্থনে কারণগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত ছিল। এছাড়াও, আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা অভিভাবকত্ব আবেদন (জিপি নং ০৯/২০১৮)-এ উত্তরদাতাকে আবেদনকারী হিসাবে এবং আপিলকারীকে উত্তরদাতা হিসাবে স্থানান্তরিত করার পর, আপিলকারীকে কার্যধারায় তার প্রতিক্রিয়া দাখিল করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা আদালতের জন্য অপরিহার্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে, অভিভাবকত্ব কার্যধারায়, স্থানান্তরের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। কারণ, এটি একটি বাস্তব আবেদন যা তার নিজের ওয়ার্ডের অভিভাবক হিসাবে দাবি করা ব্যক্তির ব্যক্তিগত কার্যকারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তদুপরি, স্বীকার্যভাবে, উত্তরদাতা আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা অভিভাবকত্ব আবেদনের বিরোধিতা করার জন্য লিখিত বিবৃতি বা আবেদনের সংশোধনের জন্য আবেদনের জবাব দাখিল করেননি, যা আদালত কর্তৃক উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা অভিভাবকত্ব আবেদন হিসাবে বিবেচিত হতে পারত। উভয় ক্ষেত্রেই, আদালত আপিলকারীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে বাধ্য ছিল এবং বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পরেই বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারত। যদি উত্তরদাতার আপিলকারীর উপর বিজ্ঞপ্তি প্রদানে কোনো অসুবিধা হতো, তবে আদালত উত্তরদাতাকে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ V এর অধীনে বিকল্প পরিষেবা এর মাধ্যমে আপিলকারীকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার অনুমতি দিতে পারত। এমনকি সেই চেষ্টাও আদালত করেনি। পরিবর্তে, এটি অনুমান করেছিল যে আপিলকারী কার্যধারা পরিত্যাগ করেছেন। এই পদ্ধতিটি সুস্পষ্টভাবে ভুল। সুতরাং, ২১.৯.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশগুলিতে কার্যধারার চূড়ান্ত পরিণতি না হওয়া পর্যন্ত পারিবারিক আদালত কর্তৃক অনুসরণ করা পদ্ধতি আইনত ত্রুটিপূর্ণ।

১২. আপিলকারী মমতা ময়ী সাহু বনাম অবিনাশ সাহু[৯]-এর রায় এর উপর নির্ভর করছেন, যেখানে উড়িষ্যা হাইকোর্ট পারিবারিক আদালত কর্তৃক পূরণীয় পদ্ধতিগত সম্মতিগুলি উল্লেখ করেছে। আপিলকারীর মতে, দিল্লির পারিবারিক আদালত হাইকোর্ট কর্তৃক সোমেশ্বর দয়াল বনাম অনুপমা দয়াল[১০]-এর উপর নির্ভর করা সিদ্ধান্তটি অনুপযুক্ত ছিল। এটি স্পষ্টতই ভিন্ন ছিল, কারণ নথিতে এমন কিছু ছিল না যা নির্দেশ করে যে আবেদনকারী স্পষ্টভাবে কার্যধারা পরিত্যাগ করেছেন বা যথাযথ সুযোগের পরে কোনোভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। বর্তমান মামলাটি প্রকৃতপক্ষে আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীর মামলা থেকে সরে আসার একটি ঘটনা ছিল। এর অর্থ এই নয় যে আপিলকারী কার্যধারা পরিত্যাগ করেছেন। এটি জোর দেওয়া হয়েছে যে দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা আবেদনটি, আইনত, অভিভাবক হিসাবে ঘোষণা/নিয়োগের জন্য ১৮৯০ সালের আইনের ধারা ২৫ এর অধীনে দায়ের করা একটি বাস্তব আবেদন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

---

[৯] ২০১৫ এস. সি. সি অনলাইন ওরি ১৬৭

[১০] ২০১৬ এস. সি. সি অনলাইন ডেল ৪৫৮৫

যাই হোক না কেন, পারিবারিক আদালত উত্তরদাতা কর্তৃক লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য, যার মধ্যে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ V। বিধি ১৭ এর অধীনে আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা আবেদনগুলির জবাবও অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং তারপরে যে বিষয়গুলির উপর মামলা চলতে পারে সেগুলির জন্য জোর দিতে বাধ্য ছিল। শুধু তাই নয়, পারিবারিক আদালত বিতর্কের বিষয়গুলি বিচার করার আগে প্রমাণ রেকর্ড করতে এবং ১৯৮৪ সালের আইনের ১৭ ধারার অধীনে চূড়ান্ত ঘোষণা ও রায় প্রদান করতে বাধ্য ছিল, যা পারিবারিক আদালতকে মামলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, নির্ধারণের জন্য পয়েন্ট, সেগুলির উপর সিদ্ধান্ত এবং এই ধরনের সিদ্ধান্তের কারণগুলি রেকর্ড করতে বাধ্য করে। পারিবারিক আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে আবেদন গ্রহণ করার আড়ালে সাংবিধানিক আদালতের পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে না, বরং সংশ্লিষ্ট আইন এবং/অথবা দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে নির্ধারিত বাধ্যতামূলক পদ্ধতি অনুসারে মামলার বিচার ও তদন্ত পরিচালনা করতে বাধ্য। আশ্চর্যজনকভাবে, পারিবারিক আদালত, ২১.৯.২০১৯ তারিখে প্রশ্নবিদ্ধ রায় ও আদেশ ঘোষণা করার পর, উত্তরদাতা কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে দায়ের করা একটি আবেদনের উপর, ফাংক্টাস অফিসিও হওয়া সত্ত্বেও, ১৬.১০.২০১৯ তারিখের আদেশবলে নির্দেশ জারি করে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে উত্তরদাতা মায়ের হাতে তুলে দিতে হবে। এটি নথিতের বিষয় ছিল যে, যখন প্রাসঙ্গিক আদেশগুলি পাস করা হয়েছিল তখন শিশুটি পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারের বাইরে ছিল। অতএব, আইনত, পারিবারিক আদালত রুচি মজু বনাম সঞ্জীব মজু[১১]-তে উল্লিখিত হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারত না।

১৩. আপিলকারী দাবি করেন যে তিনি একজন প্রেমময়, যত্নশীল, উদ্বিগ্ন এবং স্নেহময় পিতা এবং হেবিয়াস কর্পাস আবেদন(গুলি) বা হাইকোর্টে অবমাননা আবেদন(গুলি) বিচারাধীন থাকাকালীন উদ্ভূত ঘটনার কারণে অপ্রাপ্তবয়স্ককে সে সব থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আদালতের কেন্দ্রীয় উদ্বেগ হওয়া উচিত অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ এবং স্বার্থ। এই বিষয়ে আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি শিশু-কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। বিতর্কিত পিতামাতার দাবি এবং পাল্টা দাবির ভিত্তিতে বিষয়টির উত্তর দেওয়া যাবে না, যাতে পিতার অন্যান্য কাজ বা ভুলের কারণে শিশুকে তার পিতার পিতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। এটি করলে, প্রকৃতপক্ষে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে তার পিতার ভালোবাসা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত করা হবে। এটি পরিহার করতে হবে। পারিবারিক আদালত এই ধরনের কার্যধারায় পিতার অভিভাবক হওয়ার অযোগ্যতা বা অন্যথায় সম্পর্কে একটি স্পষ্ট রায় নথিভুক্ত করতে বাধ্য। এটি শিশু যত্নের প্রসঙ্গে হতে হবে এবং পিতার অন্যান্য বিষয় বা জাগতিক কার্যকলাপের প্রসঙ্গে নয়।

---

[১১] (২০১১) ৬ এসসিসি ৪৭৯

প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে সবচেয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ হবে যৌথ অভিভাবকত্বের পরিকল্পনা অনুসরণ করা, যেখানে শিশু উভয় পিতামাতার সাথে সমানভাবে আকর্ষণ করবে। উপরন্তু, শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ এবং কল্যাণ কেবল পিতা ও মাতার সাথে সংযুক্ত থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার মঙ্গল এবং সামগ্রিক বিকাশের জন্য উভয় পক্ষের অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের সাথেও সম্পর্কিত। শিশু মনোবিজ্ঞান এবং লালন-পালনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, কাউন্সেলিংয়ের সময়, উত্তরদাতা এই বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন যে যেহেতু তিনি একজন কর্মজীবী মহিলা, তাই কর্মদিবসে দিনের বেলায় শিশু দাদা-দাদির সাথে থাকতে পারে, যারা মাত্র কয়েকটি বাড়ি দূরে থাকেন। আপিলকারী উত্তরদাতার অযোগ্যতা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি দিক তুলে ধরেছিলেন, যেমন শিশুকে পরিচর্যা করার বা তাকে পর্যাপ্ত সময় ও মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা।

১৪. সবিতা সীতারাম বনাম রাজীব বিজিয়াসারথি রথনাম[১২], জে.কে. বনাম এন.এস.[১৩], তুষার বিষ্ণু উবালে বনাম অর্চনা তুষার উবালে[১৪], ভারতের আইন কমিশনের ২৫৭ নং প্রতিবেদন[১৫] এবং চাইল্ড অ্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টডি গাইডলাইনস সহ প্যারেন্টিং প্ল্যান[১৬]-এর রায়গুলির উপর নির্ভর করা হয়েছে। আপিলকারীর মতে, যৌথ হেফাজত বা ভাগাভাগি করা অভিভাবকত্ব "শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ এবং কল্যাণের" জন্য হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে শিশুর সম্পর্কিত প্রতিটি সিদ্ধান্ত তার মৌলিক অধিকার এবং প্রয়োজন, পরিচয়, সামাজিক মঙ্গল এবং শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের পূরণের জন্য নেওয়া হয়। লাহারি সাখামুরি বনাম সোভান কোডালি[১৭], আশিস রঞ্জন বনাম অনুপমা ট্যান্ডন ও আরেকজন[১৮], তেজস্বিনী গড ও অন্যান্যরা বনাম শেখর জগদীশ প্রসাদ তিওয়ারি ও অন্যান্যরা[১৯], এবং বিবেক সিং বনাম রোমানি সিং[২০]-এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

১৫. এটা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, উত্তরদাতা, তার কাছেই সবচেয়ে ভালো জানা কারণগুলির জন্য, এই আদালত কর্তৃক পক্ষগুলির মধ্যে সংযুক্ত কার্যধারাগুলিতে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক নির্দেশনা সত্ত্বেও, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এবং ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন দূতাবাস থেকে বিদেশে জন্মের কনস্যুলার প্রতিবেদন (সি.আর.এ.বি.) প্রাপ্ত করে বিষয়টি ত্বরান্বিত করেন।

---

[১২]. ২০২০ (৪) একেআর ৩৭২ (অনুচ্ছেদ ৯-১১, ১৩, ২৩ এবং ৩২)

[১৩]. ২০১৯ এসসিসি অনলাইন ডেল ৯০৮৫ (অনুচ্ছেদ ৮৯ এবং ৯৫-৯৭)

[১৪]. এআইআর ২০১৬ বম ৮৮ (অনুচ্ছেদ ১৫ এবং ১৭-২০)

[১৫]. ভারতের আইন কমিশন প্রতিবেদন নং ২৫৭ – ভারতের অভিভাবকত্ব এবং হেফাজত আইনের সংস্কার (মে, ২০১৫)

[১৬]. চাইল্ড রাইটস ফাউন্ডেশন এনজিও, মুম্বাই, ২০১৪ কর্তৃক শিশু প্রবেশাধিকার ও হেফাজত নির্দেশিকা এবং অভিভাবকত্ব পরিকল্পনা

[১৭]. (২০১৯) ৭ এসসিসি ৩১১

[১৮]. (২০১০) ১৪ এসসিসি ২৭৪

[১৯]. (২০১৯) ৭ এসসিসি ৪২

[২০]. (২০১৭) ৩ এসসিসি ২৩১

উত্তরদাতা নিজেই একজন মার্কিন নাগরিক। অতএব, আপিলকারীর আশঙ্কা যে উত্তরদাতার উদ্দেশ্য হলো শিশুকে ভারতের আদালতের এখতিয়ার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের চিরতরে প্রবেশাধিকার বঞ্চিত করা। যেহেতু উত্তরদাতা প্রশ্নবিদ্ধ রায় ও আদেশের মাধ্যমে পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণার ভিত্তিতে সি.আর.এ.বি. স্ট্যাটাস পেয়েছেন, তাই সেই আদেশ বাতিল হলে, সেই ভিত্তিতে উত্তরদাতা কর্তৃক অর্জিত বা প্রাপ্ত সমস্ত ফলস্বরূপ দাবি/সুবিধাগুলিও আইনের চোখে অকার্যকর হয়ে যাবে।

১৬. প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, ১৯৮৪ সালের আইন বা ১৮৯০ সালের আইনের কোনো বিধানই পিতামাতার পক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র, একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার ঘোষণা অনুমোদন করে না। এই ধরনের ঘোষণা উত্তরদাতা ইচ্ছাকৃতভাবে পারিবারিক আদালত থেকে তার অসৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রাপ্ত করেছেন। আপিলকারী আমাদের অন্যান্য বিষয়গুলিও দেখিয়েছেন যাতে এই যুক্তিকে সমর্থন করা যায় যে উত্তরদাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর পিতামাতার হেফাজত বা অভিভাবকত্বের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নন। আপিলকারী নিত্যা আনন্দ রাঘবন বনাম রাজ্য (দিল্লির এন.সি.টি.) ও আরেকজন[২১], প্রতীক গুপ্ত বনাম শিল্পি গুপ্ত ও অন্যান্যরা[২২], কানিকা গোয়েল বনাম দিল্লি রাজ্য ও আরেকজন[২৩] এবং এবিসি বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি)[২৪]-এর পর্যবেক্ষণগুলির উপরও নির্ভর করেছেন। আপিলকারীর মতে, হিন্দু আইন অনুসারে পিতা একজন প্রাকৃতিক অভিভাবক, তাই তাকে অভিভাবকত্বের ঘোষণা দেওয়ার অধিকার রয়েছে, যদি না কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর স্বার্থ ও কল্যাণের বিরুদ্ধে কাজ করবেন। আপিলকারীর মতে, পিতা একজন প্রাকৃতিক অভিভাবক। মায়ের হেফাজত নির্বিশেষে, পিতার অভিভাবকত্ব আইনত বিলুপ্ত করা যাবে না। এই যুক্তিকে সমর্থন করার জন্য রোক্সান শর্মা বনাম অরুণ শর্মা[২৫]-এর উপর নির্ভর করা হয়েছে। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে পিতাকে অনুপযুক্ত ঘোষণা না করা পর্যন্ত, তাকে অভিভাবক হিসাবে ঘোষণার প্রতিকার প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। আপিলকারী শিশুটিকে পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার থেকে নিয়ে গেছেন, এর অর্থ এই নয় যে তিনি শিশু অপহরণকারী ছিলেন, কারণ তিনি একজন প্রাকৃতিক অভিভাবক হিসেবেই রয়েছেন।

১৭. এটিও জোর দেওয়া হয়েছে যে আন্তঃপিতামাতা শিশু অপসারণ কোনো সংবিধিবদ্ধ অপরাধ নয়। ১৯৯০ সালের ২৫.১০.১৯৮০ তারিখের আন্তর্জাতিক শিশু অপহরণের নাগরিক দিক সম্পর্কিত হেগ কনভেনশন[২৬]-এর উপর নির্ভর করা হয়েছে এই যুক্তি দিতে যে,

---

[২১]. (২০১৭) ৮ এসসিসি ৪৫৪

[২২]. (২০১৮) ২ এসসিসি ৩০৯

[২৩]. (২০১৮) ৯ এসসিসি ৫৭৮

[২৪]. (২০১৫) ১০ এসসিসি ১

[২৫]. (২০১৫) ৮ এসসিসি ৩১৮

[২৬]. সংক্ষেপে, "১৯৮০ সালের হেগ কনভেনশন"

১৯৮০ সালের হেগ কনভেনশনে যোগদানের বিষয়টি এখনও ভারত সরকারের বিবেচনাধীন এবং আন্তঃপিতামাতা শিশু অপহরণ ভারতীয় আইনে এখনও কোনো স্বীকৃতি পায়নি।

১৮. আপিলকারীর মতে, প্রশ্নবিদ্ধ রায় এবং আদেশগুলি কোনো মানদণ্ডেই টিকতে পারে না এবং সেগুলিকে বাতিল করা প্রয়োজন, এবং এর পরিবর্তে আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা অভিভাবকত্ব আবেদন (জি.পি. নং ০৯/২০১৮) আপিলকারীর পক্ষে চূড়ান্ত করা হোক।

১৯. উত্তরদাতা আপিলকারী কর্তৃক গৃহীত অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে পরিবার আদালতের কাছে এই ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না যে আপিলকারী সেই আদালতের সামনে কার্যধারা পরিত্যাগ করেছেন। কেবলমাত্র পরিবার আদালতের সামনে কার্যধারায় আপিলকারীর কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট বিবৃতি না এলেও, এর অর্থ এই নয় যে তিনি তার আচরণ এবং নথি থেকে প্রমাণিত অন্যান্য পরিস্থিতি দ্বারা পরিবার আদালতের সামনে কার্যধারা পরিত্যাগ করেননি এবং হাইকোর্টও এটি উল্লেখ করেছে। আপিলকারী স্বীকার করেছেন যে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদালতে নিজেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত বলে দাবি করে কার্যধারা দায়ের করেছেন। কেবলমাত্র যখন তার পক্ষে সেই কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তার গ্রেপ্তার অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন তার কাছে সেই কার্যধারা প্রত্যাহার করা এবং এই আদালতের এখতিয়ারে জমা দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। এই ধরনের একজন বিচারপ্রার্থীকে কোনো সহানুভূতি দেখানো যায় না এবং তিনি কোনো সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্যও নন। আপিলকারীকে পরিবার আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত ত্রুটি উত্থাপন করার ক্ষেত্রে এস্টোপেলের উচ্চ বোঝা থেকে মুক্তি পেতে হবে। যাই হোক না কেন, ঘটনা এবং নথি থেকে বোঝা যায় যে আপিলকারীর কাছে মামলার অগ্রগতি এবং উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা আবেদনগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি ছিল, যা তার ইমেল ট্রেইল থেকে স্পষ্ট। এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে আপিলকারী তার আচরণের কারণে, পরিবার আদালত কর্তৃক সংঘটিত পদ্ধতিগত ত্রুটি সম্পর্কে প্রযুক্তিগত যুক্তি উত্থাপন করার অধিকার অস্বীকার করেছেন। পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার সর্বদা মৌলিক ন্যায়বিচারের অধীন। এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সংগ্রাম সিং বনাম ইলেকশনাল ট্রাইব্যুনাল, কোটা ও আরেকজন[২৭], পাঞ্জাব রাজ্য ও আরেকজন বনাম শ্যামলাল মুরারি ও আরেকজন[২৮] এবং রোজি জ্যাকব বনাম জ্যাকব এ. চকরমাক্কাল[২৯]-এর ব্যাখ্যার আলোকে পরিবার আদালত কর্তৃক পদ্ধতি অমান্য করার বিষয়ে আপিলকারীর অত্যন্ত প্রযুক্তিগত যুক্তিকে বাতিল করা প্রয়োজন।

---

[২৭]. এআইআর ১৯৫৫ এসসি ৪২৫ (অনুচ্ছেদ ১৬)

[২৮]. (১৯৭৬) ১ এসসিসি ৭১৯ (অনুচ্ছেদ ৮)

[২৯]. (১৯৭৩) ১ এসসিসি ৮৪০

২০. বিকল্পভাবে, এটি পেশ করা হয়েছে যে পারিবারিক আদালত কর্তৃক পাস করা আদেশটি বহাল রাখার জোরালো কারণ রয়েছে। কারণ, আপিলকারী শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি বরং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে অপহরণ করে এবং তাকে ভারতের বাইরে নিয়ে গিয়ে ডমিনিকার নাগরিকত্ব ও ডমিনিকার পাসপোর্ট প্রাপ্ত করে দুষ্কর্ম করেছেন। মাতা প্রাকৃতিক অভিভাবক হওয়ায় এবং আপিলকারী অসদাচরণ করে নিজেকে অভিভাবক হিসাবে অযোগ্য প্রমাণিত করায়, পারিবারিক আদালত ন্যায়সঙ্গতভাবে উত্তরদাতাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র অভিভাবক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

২১. অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর মার্কিন নাগরিকত্ব এবং মার্কিন পাসপোর্ট গ্রহণের বিষয়ে, উত্তরদাতা আইনজীবীর মাধ্যমে জমা দেন যে তিনি সেগুলি সমর্পণ করবেন। উত্তরদাতা এটি সদিচ্ছায় এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর কল্যাণের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপিলকারী পিতাকে অভিভাবকত্ব দেওয়া সমীচীন হবে না এবং এর পরিবর্তে উত্তরদাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র, একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে পারিবারিক আদালত প্রাসঙ্গিক বাস্তব তথ্যের স্বাধীন মূল্যায়ন করেছে। এটি প্রশ্নবিদ্ধ রায়ের ১৫, ১৭ থেকে ২৮ অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে বোঝা যায়। এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুটি আপিলকারী বা তার পরিবারের সদস্যদের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, যেখানে তাকে উত্তরদাতা এবং তার পরিবারের সদস্যরা সঠিকভাবে দেখাশোনা করছেন। যদিও উত্তরদাতা একজন পেশাজীবী হওয়ায় একজন কর্মজীবী মহিলা, তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর প্রতি তার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সচেতন এবং তার মেয়ের কল্যাণ ও লালন-পালনের জন্য তার সেরাটা দেন। এই আদালতে সংযুক্ত কার্যধারাগুলিতে আপিলকারীকে যে বর্তমান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা পারিবারিক আদালত কর্তৃক উত্তরদাতাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র অভিভাবক হিসাবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্তকে ব্যাহত না করে একই শর্তে চলতে পারে। উত্তরদাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য এই আদালত কর্তৃক আরোপিত যেকোনো শর্ত মেনে চলতে ইচ্ছুক। আপিলকারী তার কাছে সবচেয়ে ভালো জানা কারণগুলির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায়, যে শিশুটি হিন্দু ধর্মাবলম্বী রয়েছে তার অভিভাবক হিসাবে কাজ করার অধিকার তিনি হারিয়েছেন।

২২. হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬[৩০] এর ৬ ধারার উপর নির্ভর করা হয়েছে। এতে প্রদত্ত শর্তানুসারে, যদি কোনো ব্যক্তি হিন্দু না থাকেন, তাহলে তিনি ৬ ধারার বিধান অনুযায়ী অপ্রাপ্তবয়স্কের স্বাভাবিক অভিভাবক হিসেবে কাজ করার অধিকারী নন। বিধিবদ্ধ আইনে একটি সুস্পষ্ট বাধা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর কল্যাণের সাথে যুক্ত হওয়ায়, আপিলকারী তার চাওয়া ঘোষণার জন্য অনুপযুক্ত।

---

[৩০] সংক্ষেপে", ১৯৫৬ সালের আইন

আপিলকারী দু'বার অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে অপহরণের ঘটনা ঘটিয়েছেন, যা হাইকোর্ট হেবিয়াস কর্পাস কার্যধারায় এবং বিশেষভাবে আপিলকারী ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে শুরু করা অবমাননা কার্যধারায় ভ্রুকুটি করেছে। এটাই আপিলকারীকে কোনো প্রতিকার অস্বীকার করার একটি ভালো কারণ। বরং, আপিলকারীকে তার অবমাননা নিবারণ না করা পর্যন্ত শোনা উচিত নয় এবং সেই কার্যধারাগুলি এখনও এই আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এই আদালতের অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ মাথায় রেখে প্যারেন্স প্যাট্রিয়া এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত, যেমনটি গৌরব নাগপাল বনাম সুমেধা নাগপাল[৩১]-এ পরিলক্ষিত হয়েছে, বিশেষত কারণ আপিলকারী অপ্রাপ্তবয়স্কের কল্যাণের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি তার অসদাচরণ এবং দুষ্কর্মের জন্য তাকে পুরস্কৃত করবে, যার মধ্যে দু'বার অপ্রাপ্তবয়স্ককে অপহরণ করে হাইকোর্ট কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী অমান্য করাও অন্তর্ভুক্ত, প্রথমবার যখন সে সাত মাসের ছিল এবং দ্বিতীয়বার যখন সে মাত্র দুই বছরের ছিল। এই ধরনের অপহরণ এবং তাকে বিদেশী দেশে নিয়ে যাওয়ার কারণে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুটি সম্ভবত আঘাতমূলক অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছে, যা তাকে তার মা (উত্তরদাতা) থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে। এটি একজন অতি উৎসাহী আবেগপ্রবণ পিতার ঘটনা নয়, যিনি তার সন্তানকে ভালোবাসেন, বরং একজন প্রতিশোধপরায়ণ পিতা যিনি তার স্ত্রীকে (অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর মা) ঘৃণা করেন, তার সন্তানের প্রতি তার ঘোষিত ভালোবাসার চেয়েও বেশি। আপিলকারী একজন আদর্শ পিতামাতা হিসাবে অনুপযুক্ত এবং একজন সৎ নাগরিকের নৈতিক মূল্যবোধ নেই যিনি আইনকে সম্মান করেন এবং তার চারপাশের মানুষের যত্ন নেন।

২৩. আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা আরজিগুলির উপর নির্ভর করা হয়েছে, যেখানে তিনি এই দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস দেখানোর ব্যাপ্তি পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং শুধুমাত্র শিশুর হেফাজত তার কাছে রাখার জন্য নিজেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। তিনি সেখানেই থামেননি, বরং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর জন্য ডমিনিকা থেকে প্রতারণামূলকভাবে পাসপোর্টও পেয়েছিলেন যখন তার ভারতীয় পাসপোর্ট হাইকোর্টের হেফাজতে ছিল। তিনি ভারতীয় আইনি ব্যবস্থা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদালতগুলি ব্যবহার করে তার অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হেফাজত নিজের কাছে রাখার এবং উত্তরদাতাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সাথে কোনো ধরনের প্রবেশাধিকার বা আকর্ষণীয় সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার অনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। আপিলকারী ন্যায়বিচারের আদালতে গিয়েছিলেন এবং নিজেকে অসদাচরণ করে বিচারিক প্রক্রিয়া অপব্যবহার করেছেন, তাই তিনি কোনো প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নন। এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এখন এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে "মাতৃ অগ্রাধিকার নিয়ম" হলো ১৯৫৬ সালের আইনের ৬(ক) ধারার আকারে বিধিবদ্ধ একটি নিয়ম, যা মাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার সম্পূর্ণ হেফাজত পাওয়ার অধিকার দেয়। এই প্রস্তাবের সমর্থনে এবিসি (উপরে উল্লিখিত) এর রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

---

[৩১] (২০০৯) ১ এস. সি. সি ৪২

উত্তরদাতার মতে, আপিলকারী কর্তৃক তৃতীয় অপহরণের বা সেই উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টার একটি চলমান ঝুঁকি রয়েছে। আপিলকারী পালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে আছেন এবং যদি তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে নিয়ে পালাতে সক্ষম হন তবে তাকে ধরে রাখা যাবে না। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করতে এবং নিশ্চিত করতে যে তাকে উত্তরদাতা এবং তার পরিবারের সদস্যদের মাতৃসুলভ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না, পারিবারিক আদালতের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখা ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ হবে। উপরন্তু, আপিলকারীর এই যুক্তিতে কোনো সারবত্তা নেই যে, পারিবারিক আদালত কর্তৃক কথিত পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে মামলাটি নতুন করে পরিবার আদালতে শুরু করা প্রয়োজন। এটি একটি নিরর্থক অনুশীলন হবে কারণ আপিলকারীর সমগ্র আচরণ তাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অভিভাবক হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা করার অযোগ্য করে তুলেছে।

২৪. আপিলকারী তার (উত্তরদাতা) সাথে যেভাবে অসদাচরণ করেছেন, যার মধ্যে হাইকোর্ট কর্তৃক জারি করা নির্দেশনা অমান্য করা এবং ফলস্বরূপ, দুটি ভিন্ন সময়ে অপহরণের কারণে এত অল্পবয়সী অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর উপর অপরিসীম মানসিক চাপ সৃষ্টি করা অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে সম্পর্কে যুক্তি সমর্থন করার জন্য আমাদের মনোযোগ বিভিন্ন নথিপত্রের দিকে আকর্ষণ করা হয়েছিল। উত্তরদাতার মতে, আপিলকারী কর্তৃক পারিবারিক আদালত কর্তৃক পাস করা প্রশ্নবিদ্ধ রায় এবং আদেশগুলিকে প্রশ্ন করে দায়ের করা আপিল কোনো হস্তক্ষেপের যোগ্য নয় এবং তা খারিজ করা উচিত।

২৫. আমরা আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অনিল মালহোত্রা এবং উত্তরদাতার বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ানের বক্তব্য শুনেছি।

২৬. প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি বিবেচনা করার পর, আমাদের সুচিন্তিত মতে, আমরা যে ধরনের আদেশ দিতে চাইছি তার জন্য মামলার বাস্তব পরিস্থিতি, বিশেষ করে তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা পক্ষগুলির আচরণ, নিয়ে আলোচনা করা উপযুক্ত নাও হতে পারে।

২৭. আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত যে পারিবারিক আদালত, বর্তমান মামলায়, সমগ্র কার্যধারা ত্বরান্বিত করে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে। নিঃসন্দেহে, পারিবারিক আদালত আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে বিষয়টি তদন্ত করতে বাধ্য। এটি বাধ্যতামূলক পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে না, বিশেষ করে যেগুলি অনুসরণীয় প্রক্রিয়ায় এবং উভয় পক্ষের দাবি নিষ্পত্তিতে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। পারিবারিক আদালতের সামনে তদন্তের প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে বিচারিক। এটি পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিগুলি সমাধান করতে বাধ্য এবং এটি করার সময়, এটি সে বিষয়ে সংবিধিতে নির্ধারিত নিয়মাবলী এবং পদ্ধতিগত ন্যায্যতা ও প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি মেনে চলতে বাধ্য।

২৮. পারিবারিক আদালতগুলি ১৯৮৪ সালের আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৭ ধারা পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার এবং উপ-ধারা (১) এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত মামলা এবং কার্যধারার আকারে তার দ্বারা বিচার্য দাবিগুলির প্রকৃতি নির্দিষ্ট করে।

১০ ধারা সাধারণত পদ্ধতি সম্পর্কে অনুমান করে। দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানগুলি ১৯৮৪ সালের আইনের অধীনে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে। পারিবারিক আদালতকে একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই ধরনের আদালতের সমস্ত ক্ষমতা তার রয়েছে। পারিবারিক আদালতের উপর এই ক্ষমতা অর্পণের ফলস্বরূপ, ৯ ধারার অধীনে নির্ধারিত নিষ্পত্তির জন্য প্রচেষ্টা করার একটি প্রাথমিক দায়িত্ব আসে। যদি তা না ঘটে, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির সময়, পারিবারিক আদালতকে তখন ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, যা ১৯৮৪ সালের আইনের ১৪ ধারার অধীনে প্রযোজ্য করা হয়েছিল, তাতে বর্ণিত নীতিগুলি মনে রাখতে হবে। একটি পারিবারিক আদালত প্রমাণ হিসাবে যেকোনো প্রতিবেদন, বিবৃতি, নথি, তথ্য বা বিষয় গ্রহণ করতে পারে যা তার মতে, একটি বিরোধের কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সহায়তা করতে পারে, তা সে একই ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর অধীনে অন্যথায় প্রাসঙ্গিক বা গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক। আরও একটি বিধান রয়েছে, যা ১৫ ধারার আকারে পারিবারিক আদালতের কার্যকারিতা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দেয়। এটি উল্লেখ করে যে পারিবারিক আদালত সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশদভাবে নথিভুক্ত করতে বাধ্য থাকবে না, তবে বিচারক, প্রতিটি সাক্ষীর পরীক্ষা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, সাক্ষী যা সাক্ষ্য দেন তার সারসংক্ষেপের একটি স্মারকলিপি রেকর্ড করবেন বা নথিভুক্ত করাবেন, এবং এই ধরনের স্মারকলিপি সাক্ষী এবং বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে এবং নথিতের অংশ হবে। সাক্ষ্য রেকর্ডিংয়ের কার্যকারিতা সম্পর্কিত একটি আনুষঙ্গিক বিধান ১৯৮৪ সালের আইনের ১৬ ধারায় পাওয়া যায়। এটি কল্পনা করে যে কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য যেখানে এই ধরনের সাক্ষ্য একটি আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির হয়, তা হলফনামা দ্বারা দেওয়া যেতে পারে এবং পারিবারিক আদালতের সামনে যেকোনো মামলা বা কার্যধারায় প্রমাণ হিসাবে পড়া যেতে পারে, সমস্ত ন্যায্য ব্যতিক্রম সাপেক্ষে।

২৯. এই বিধানগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে পারিবারিক আদালত আইন সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করবে বলে আশা করা হয়, যার অর্থ উভয় পক্ষ কর্তৃক একটি আনুষ্ঠানিক আরজি দাখিল করার জন্য জোর দেওয়া, তারপর নির্ধারণের জন্য বিষয়গুলি তৈরি করা, সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক দাবি করা তথ্য প্রমাণ করার জন্য পক্ষগুলির সাক্ষ্য নথিভুক্ত করা এবং কেবলমাত্র তারপরেই, নির্ধারণে প্রবেশ করা এবং এই ধরনের সিদ্ধান্তের কারণগুলি নথিভুক্ত করে রায় প্রদান করা। এটি করার জন্য, পারিবারিক আদালত সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে বিজ্ঞপ্তি দেবে বলে আশা করা হয় এবং বিরোধ নিষ্পত্তির আগে তাদের আরজি এবং প্রমাণের আকারে তাদের দাবি উপস্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং সুযোগ দেবে।

৩০. আমরা ১৮৯০ সালের আইনের বিধানগুলি উপকারীভাবে উল্লেখ করতে পারি, যা আপিলকারী পারিবারিক আদালতে আবেদন দায়ের করে আহ্বান করেছেন। আপিলকারী স্বীকার করেছেন যে তিনি ১৮৯০ সালের আইনের ৭ ধারা পঠিত ১৯৮৪ সালের আইনের ৭(ছ) ধারার অধীনে পারিবারিক আদালতে আবেদন দায়ের করেছেন।

১৮৯০ সালের আইনের ৭ ধারা আদালতকে একজন অপ্রাপ্তবয়স্কের অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করে। এই ধরনের প্রার্থনা অপ্রাপ্তবয়স্কের কল্যাণে আগ্রহী যে কেউ করতে পারে এবং এটি "অপ্রাপ্তবয়স্কের পিতা ও মাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়"। এই তদন্তে, আদালত, যদি সন্তুষ্ট হয় যে এটি অপ্রাপ্তবয়স্কের কল্যাণের জন্য, তবে আবেদনকারীকে অপ্রাপ্তবয়স্কের ব্যক্তি বা সম্পত্তির বা উভয়ের অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ করতে বা কেবল একজন ব্যক্তিকে এই ধরনের অভিভাবক হিসাবে ঘোষণা করতে স্বাধীন। আইনের ৮ ধারা স্পষ্টভাবে বলে যে কে আদেশের জন্য আবেদন করার অধিকারী। এটি চার শ্রেণীর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছে। প্রথমটি হলো যে ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্কের অভিভাবক হতে ইচ্ছুক। দ্বিতীয়টি হলো অপ্রাপ্তবয়স্কের যেকোনো আত্মীয় বা বন্ধু। তৃতীয়টি হলো জেলা বা অন্যান্য স্থানীয় এলাকার কালেক্টর যার মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক সাধারণত বাস করে এবং চতুর্থটি হলো কালেক্টর যার ক্ষমতা অপ্রাপ্তবয়স্ক যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তার উপর প্রযোজ্য। ১৮৯০ সালের আইনের ৯ ধারার অধীনে অপ্রাপ্তবয়স্ক সাধারণত যেখানে বাস করে সেই স্থানে এখতিয়ার সহ জেলা আদালতে এই ধরনের আবেদন দাখিল করতে হবে। এই ধরনের আবেদনের পদ্ধতির বিষয়ে, আইনের ১০ ধারায় আবেদনের ফর্মের বিধান করে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা প্রয়োজনীয় তথ্য ধারণ করবে। ১১ ধারা আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কারণ রয়েছে তবে তার পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এর জন্য ১৮৯০ সালের আইনের ১৩ ধারার অধীনে আদেশ দেওয়ার আগে প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন হবে। আদালতকে ১৮৯০ সালের আইনের ১৭ ধারায় নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে এবং আদেশ দেওয়ার সময়, ১৯ ধারায় প্রদত্ত ব্যতিক্রমটিও মনে রাখতে হবে যে কাকে অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ করা উচিত নয়।

৩১. এটা পর্যবেক্ষণ করা যথেষ্ট যে উভয় আইন (১৯৮৪ সালের আইন এবং ১৮৯০ সালের আইন), প্রকাশ, ঘোষণা এবং দাবি এবং দাবি বিরোধিতাকারী অন্য পক্ষ দ্বারা সেগুলির খণ্ডনের আকারে পদ্ধতির বিধান করে, যার পরে প্রমাণ রেকর্ডিংয়ের জন্য বিষয়টি এগিয়ে যায় এবং তারপরে আদালত কর্তৃক ঘোষণা বা আদেশ পাস হয়। এই সমস্ত পদক্ষেপের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট সকলকে ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করা।

৩২. অতএব, আপিলকারী কর্তৃক করা অভিযোগের আলোকে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া প্রয়োজন তা হলো: বর্তমান মামলায় পারিবারিক আদালত সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি, বিশেষত প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি মেনে চলা একটি ন্যায্য পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল কিনা?

৩৩. এটি বিতর্কিত নয় যে আপিলকারী ১৮৯০ সালের আইনের ৭ ধারা পঠিত ১৯৮৪ সালের আইনের ৭(ছ) ধারার বিধানগুলি আহ্বান করে আবেদনটি দায়ের করেছিলেন। স্বীকার্যভাবে, উত্তরদাতা সেই আবেদনের বিরোধিতা করার জন্য কখনই কোনো লিখিত বিবৃতি দাখিল করেননি।

অন্যদিকে, আপিলকারী দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ VI বিধি ১৭ এর অধীনে আরজির সংশোধনের জন্য দুটি আবেদন দাখিল করেন। আদালত ৪.১০.২০১৮ তারিখের আদেশবলে উত্তরদাতাকে তা করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও, উত্তরদাতা এই আবেদনগুলিরও কোনো জবাব দাখিল করেননি। নথিতে এমন কিছু নেই যা নির্দেশ করে যে পরিবার আদালত আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা আরজি সংশোধনের এই দুটি আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদিও আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা দুটি সংশোধনের আবেদন সহ মূল আপত্তি ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ থেকে বিচারাধীন ছিল, উত্তরদাতা মূল আবেদন বা সংশোধনের আবেদনগুলির জবাব দাখিল করেননি এবং এর পরিবর্তে ১৩.৯.২০১৯ তারিখে দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগের জন্য আবেদন দাখিল করেন। এই আবেদনটি ১৩.৯.২০১৯ তারিখে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, যেদিন আদালত আপিলকারী এবং তার আইনজীবীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেই আদেশ অনুসারে, ১৬.৯.২০১৯ তারিখে বিষয়টি আবার বিজ্ঞাপিত হয় যখন আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী – জনাব রজত ভল্লা আদালতকে তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে অনুরোধ করেন, এবং এই অনুরোধ আদালত মেনে নেয়। প্রকৃতপক্ষে, আইনজীবীকে অব্যাহতি দেওয়ার আগে, পরিবার আদালতের নিশ্চিত করা উচিত ছিল যে আপিলকারীকে তার আইনজীবীর অনুরোধ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে বিকল্প ব্যবস্থা করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যদি তিনি তা চাইতেন। স্বীকার্যভাবে, পরিবার আদালত কর্তৃক এমন কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। এটি উপরে ৭ অনুচ্ছেদে পুনরুত্পাদিত ১৬.৯.২০১৯ তারিখের আদেশ দ্বারা আরও জোরদার করা হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আপিলকারীকে পাঠানো দাস্তি বিজ্ঞপ্তির জন্য এখনও অপেক্ষা করা হচ্ছে।

৩৪. ধরে নিচ্ছি যে পরিবার আদালত আপিলকারীকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে আপিলকারীর আইনজীবীর একতরফাভাবে অব্যাহতি নেওয়ার অনুরোধ মঞ্জুর করতে পারত। তবে, সেই অনুরোধ গ্রহণ করার পর, পাস করা আদেশ সম্পর্কে জানানোর জন্য এবং পরবর্তী তারিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপিলকারীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা বাধ্যতামূলক ছিল। পরিবার আদালত এর পরিবর্তে ১৯.৯.২০১৯ তারিখে দুপুর ২.৩০টায় মূল বিষয়টি নির্ধারণ করে। ১৬.৯.২০১৯ তারিখের আদেশ অনুসারে, পরিবার আদালত অতিরিক্তভাবে ৩০.১০.২০১৯ তারিখের নির্ধারিত ফেরতযোগ্য তারিখটি একতরফাভাবে বাতিল করে দেয়। নথিতে এমন কিছু নেই যা দেখায় যে উত্তরদাতা এমন কোনো অনুরোধ করেছিলেন।

৩৫. আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, ১৯.৯.২০১৯ এর আগে, উত্তরদাতা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ I বিধি ১০ পঠিত আদেশ XXII বিধি ১এ এর অধীনে আরও একটি আবেদন দাখিল করেন, যেখানে নিজেকে অভিভাবকত্ব আবেদনে আবেদনকারী হিসাবে স্থানান্তরিত করার এবং আপিলকারীকে তাতে উত্তরদাতা হিসাবে স্থানান্তরিত করার কথা বলা হয়েছিল, যা ১৮.৯.২০১৯ তারিখের আবেদনে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য ছিল। স্বীকার্যভাবে, এই আবেদনের কপিও আপিলকারীকে পরিবেশন করা হয়নি বা পরিবার আদালত কর্তৃক এই আবেদনে কোনো আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি, যখন এটি ১৯.৯.২০১৯ তারিখে শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

পারিবারিক আদালত কেবল ২০.৯.২০১৯ তারিখে দুপুর ১.০০টায় বিষয়টি তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল। ১৯.৯.২০১৯ তারিখের আদেশ (উপরে ৮ অনুচ্ছেদে) ১৬.৯.২০১৯ তারিখের আদেশবলে আপিলকারীকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছিল কিনা বা তার উপর কোনও পরিষেবা হলফনামা দাখিল করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ করে না। যাই হোক না কেন, যখন ২০.৯.২০১৯ তারিখে বিষয়টি তালিকাভুক্ত করা হয়, তখন আদালত উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করে (উপরে ৮ অনুচ্ছেদেও পুনরুত্পাদিত): -

"জিপি নং ০৯/২০১৮

আমান লোহিয়া বনাম কিরণ কৌর লোহিয়া

২০.০৯.২০১৯

উপস্থিত: আবেদনকারীর পক্ষে কেউ নেই।

উত্তরদাতা স্বয়ং বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী মালবিকা রাজকোটিয়া সহ।

আবেদনগুলির উপর দুপুর ২:১৫ থেকে বিকাল ৫:০০ পর্যন্ত যুক্তি শোনা হয়েছে, একটি আবেদন আদেশ ১ বিধি ১০ এবং আদেশ ২৩ বিধি ১ক পঠিত ধারা ১৫১ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে এবং অন্য আবেদনটি ধারা ১৫১ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে।

উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবী কেস ল' দাখিল করার জন্য সময় চেয়েছেন।

২১.০৯.২০১৯ তারিখে আদেশের জন্য তালিকাভুক্ত করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-

স্বর্ণ কান্ত শর্মা

প্রধান বিচারক, পারিবারিক আদালত

পাতিয়ালা হাউস কোর্ট, নতুন দিল্লি

২০.০৯.২০১৯ (আর)"

আবারও, এই আদেশেও (i) উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে আবেদনের, (ii) উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ২৩ বিধি ১ পঠিত আদেশ । বিধি ১০ পঠিত ধারা ১৫১ এর অধীনে আবেদনের, (iii) ১৬.৯.২০১৯ তারিখের আদেশের এবং (iv) আদেশ । বিধি ১০ এর অধীনে আপিলকারীর উপর বিজ্ঞপ্তি জারির আদেশের পরিষেবা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও, আদালত এই অনুমানের ভিত্তিতে এগিয়ে গিয়েছিল যে আপিলকারী কার্যধারা পরিত্যাগ করেছেন। কার্যধারা পরিত্যাগের বিষয়টি সম্পর্কে কোনো আইনি অনুমান থাকতে পারে না।

পরিত্যাগ সুস্পষ্ট হতে হবে অথবা যদি তা অনুমানও করতে হয়, তবে পরিস্থিতি এমন জোরালো এবং বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে যে এমন অনুমান অনিবার্য। বরং, অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব নয়। এর জন্য, আদালতকে সেই উপাদান/প্রমাণের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল যা নির্দেশ করে যে আপিলকারী/আবেদনকারীকে উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা আবেদনগুলির বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি আদালতে তাকে প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীর অব্যাহতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, যার মধ্যে আদালতের বিজ্ঞপ্তির পরিষেবাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি যদি আদালত পরিত্যাগ অনুমানও করত, তবে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ IX বিধি ৮ এর অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগে এটি সর্বাধিক ডিফল্ট এর কারণে আবেদন খারিজ করতে পারত।

৩৬. উপরন্তু, আদালত উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা স্থানান্তরের আবেদন একতরফাভাবে গ্রহণ করতে পারত না এবং তা-ও নিশ্চিত না করে যে আদালত কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তির ফলস্বরূপ এটি আপিলকারীকে যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছিল। স্বীকার্যভাবে, এমন কোনো সরকারি আদালতের রেকর্ড নেই যা নির্দেশ করে যে আপিলকারীর উপর এই ধরনের পরিষেবা কার্যকর করা হয়েছিল, যার মধ্যে আদালত স্থানান্তরের আবেদনের উপর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল কিনা। যুক্তিযুক্তভাবে, এই ধরনের স্থানান্তর অনুমোদিত ছিল, কিন্তু একতরফাভাবে স্থানান্তরের আবেদন মঞ্জুর করার পর, যদি মামলার শিরোনাম সংশোধন না করা হতো এবং পক্ষগুলি তাদের দাবির সমর্থনে প্রমাণ পেশ করা সহ আবেদনে উপযুক্ত পরিবর্তন/সংশোধন না করত, তাহলে বিষয়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য এগিয়ে যেতে পারত না। এই ধরনের সংশোধনের পর, যাই হোক না কেন, আপিলকারীকে আদালতের বিজ্ঞপ্তি জারি করে একটি সুযোগ দিতে হত যাতে তিনি সংশোধিত আবেদনের জবাব দিতে পারেন, যার মধ্যে সেটির বিরোধিতা করাও অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছি বলে বোঝা যাবে না যে অভিভাবকত্ব কার্যধারায় স্থানান্তর অনুমোদিত, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অন্য পিতামাতার প্ররোচনায় স্বাভাবিকভাবে অনুমোদিত হওয়া তো দূরের কথা। আমরা সেই প্রশ্নটি উন্মুক্ত রাখছি।

৩৭. সংগ্রাম সিং (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, এই আদালত ১৬ অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করেছে যে পদ্ধতি হলো এমন কিছু যা ন্যায়বিচারকে সহজতর করে এবং তার উদ্দেশ্যগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যায় – এটি শাস্তি ও জরিমানার জন্য একটি দণ্ডনীয় আইন নয়; এটি মানুষকে ফাঁদে ফেলার জন্য তৈরি করা জিনিস নয়। উপরন্তু, ধারাগুলির অত্যধিক প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা যা ব্যাখ্যার যুক্তিসঙ্গত নমনীয়তার জন্য কোনো সুযোগ রাখে না, তাই সেগুলির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে (সর্বদা উভয় পক্ষের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয় এই শর্তে) পাছে ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডিজাইন করা উপায়গুলি এটিকে ব্যর্থ করতে ব্যবহৃত হয়। এই পর্যবেক্ষণগুলি প্রাসঙ্গিক এবং সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেখানে পরিবার আদালত দ্বারা কোনো পদ্ধতির অনুকরণ করা হয়নি এবং উত্তরদাতা কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র, একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তাকে ঘোষণার জন্য একটি আবেদন (১৩.৯.২০১৯ তারিখে দায়ের করা) সহ

আদেশ । বিধি ১০ এর অধীনে স্থানান্তরের আবেদন (১৮.৯.২০১৯ তারিখে দায়ের করা) এবং ২১.৯.২০১৯ তারিখে প্রশ্নবিদ্ধ রায় ও আদেশের মাধ্যমে উত্তরদাতার পক্ষে কার্যধারার চূড়ান্ত পরিণতিতে আট দিনেরও কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে, তাও আপিলকারীকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে বা পূর্বের আবেদনে ইতিমধ্যেই জারি করা বিজ্ঞপ্তির পরিষেবার জন্য অপেক্ষা না করে। এটি নির্ধারিত বাধ্যতামূলক পদ্ধতির যথেষ্ট অমান্য এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির লঙ্ঘন, এটি কোনো প্রযুক্তিগত অনিয়ম নয় যা উপেক্ষা করা হবে।

৩৮. শ্যামলাল মুরারি (উপরে উল্লিখিত)-এর রায়ের উপরও নির্ভর করা হয়েছিল। ৮ অনুচ্ছেদে, সংশ্লিষ্ট বিধিটি ব্যাখ্যা করার সময়, এই আদালত মত প্রকাশ করে যে সেই বিধির প্রতিটি ক্ষুদ্র বিবরণ একটি বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য গুরুত্ব বহন করতে পারে না। সেই রায়ের ভিত্তিতে, আদালত উক্ত বিধিটিকে নির্দেশনামূলক হিসাবে ব্যাখ্যা করে এবং এটি কার্যধারাকে বাতিল করার মতো প্রভাব রাখে না, যেমন বর্তমান মামলায়, সংবিধিবদ্ধ পদ্ধতিগত সুরক্ষা অমান্য করার কারণে এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের কারণে।

৩৯. এরপর রোজি জ্যাকব (উপরে উল্লিখিত)-এর উপর নির্ভর করা হয়েছিল। সেই মামলায়, আদালত ১৮৯০ সালের আইনের ২৫ ধারার অধীনে কার্যধারাগুলি বিবেচনা করেছিল এবং সেই মামলার বাস্তব পরিস্থিতিতে উল্লেখ করেছে যে, মাতা এবং পিতার মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে অভিভাবক আদালতকে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নিজ নিজ পিতামাতার অধিকারের মধ্যে একটি ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই বিষয়টি সম্ভবত ফেরত পাঠানো কার্যধারায় বিতর্কিত হতে পারে। আমরা এই দিকটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।

৪০. এটা পর্যবেক্ষণ করা যথেষ্ট যে, আপিলকারী এই যুক্তি দিয়ে সঠিক যে, প্রশ্নবিদ্ধ রায় এবং আদেশগুলি পরিবার আদালত কর্তৃক অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পাস করা হয়েছিল, সম্ভবত উত্তরদাতা এবং তার আইনজীবীর জেদের কারণে, হাইকোর্ট কর্তৃক হেবিয়াস কর্পাস এবং অবমাননার মামলাগুলিতে আপিলকারীর বিরুদ্ধে করা পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে। প্রশ্নবিদ্ধ রায় সেই আদেশগুলি উল্লেখ করে। আমরা দ্রুত যোগ করতে চাই যে, হেবিয়াস কর্পাস আবেদন বা অবমাননা আবেদনে হাইকোর্ট কর্তৃক আপিলকারীর আচরণকে ভ্রুকুটি করা হয়েছে, তা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অভিভাবক হওয়ার জন্য আপিলকারীর উপযুক্ততা বা অন্যথায় নির্ধারণের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে না। সেই বিষয়টি তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যার মধ্যে যৌথ অভিভাবকত্ব ব্যবস্থার সম্ভাবনা এবং আরও বিশেষ করে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ ও স্বার্থ সহ শিশু-কেন্দ্রিক পদ্ধতি সহ সমস্ত দিক বিবেচনা করতে হবে। এই কারণেই, হাইকোর্টও হেবিয়াস কর্পাস এবং অবমাননা কার্যধারা নিষ্পত্তি করার সময়,

তার রায়ের শেষে একটি সতর্কতামূলক বাক্য যোগ করেছিল যে অভিভাবকত্ব আবেদন বা পক্ষগুলির মধ্যে অন্যান্য কার্যধারা আইন অনুসারে তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে চলতে হবে, এই পর্যবেক্ষণটি বর্তমান মামলায় পারিবারিক আদালত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে।

৪১. আমরা অন্য দিকগুলি বা উভয় পক্ষ কর্তৃক আমাদের নজরে আনা প্রতিবেদনিত সিদ্ধান্তগুলি, যার মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে পক্ষগুলির কথিত আচরণও অন্তর্ভুক্ত, নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর কোমল বয়সে সম্ভাব্য মানসিক বাধাগুলি প্রশমিত করতে এবং বিশেষভাবে তার সামগ্রিক বিকাশ, কল্যাণ ও সর্বোচ্চ স্বার্থের জন্য যৌথ অভিভাবকত্ব পরিকল্পনার সম্ভাবনা অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করাও আমাদের জন্য প্রয়োজন নেই। এগুলি এমন বিষয় যা পারিবারিক আদালতের উভয় পক্ষকে তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং আইন অনুসারে যথাযথ সুযোগ দেওয়ার পর পরীক্ষা করা উচিত।

৪২. পূর্বোক্তভাবে, পারিবারিক আদালত কর্তৃক ২১.৯.২০১৯ তারিখের একতরফা প্রশ্নবিদ্ধ রায় এবং আদেশগুলি, স্থানান্তরের আবেদন এবং উত্তরদাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর একমাত্র, একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক এই ঘোষণার আবেদনের উপর প্রদত্ত, বাতিল করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। একই কারণে, পারিবারিক আদালত কর্তৃক ১৬.১০.২০১৯ তারিখে পাস করা অনুমিত ফলো আপ আদেশ, যেখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হেফাজত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেটিও বাতিল করা হলো। যেহেতু এই আদেশগুলি বাতিল করা হয়েছে, তাই উপরোক্ত আদেশগুলির ভিত্তিতে গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপ আইনত অকার্যকর বলে গণ্য হবে এবং এখানে সেভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হেফাজত অবিলম্বে পিতার (আপিলকারী) কাছে পুনরুদ্ধার করতে হবে। সেই বিষয়টি এই আদেশের শর্তানুসারে ফেরত পাঠানো কার্যধারায় পারিবারিক আদালত কর্তৃক চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪৩. এই আদেশবলে, আমরা অভিভাবকত্ব আবেদন (জিপি নং ০৯/২০১৮) এবং আপিলকারী কর্তৃক মূল অভিভাবকত্ব আবেদনে দায়ের করা সমস্ত আবেদনগুলি ফেরত পাঠানো এবং পুনরুজ্জীবিত করার নির্দেশ দিচ্ছি। অন্য কথায়, দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ পঠিত আদেশ VI বিধি ১৭ এর অধীনে আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা আবেদনের সংশোধনের জন্য দুটি আবেদন পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত হবে এবং প্রথমে সেগুলির শুনানি হবে। একইভাবে, আপিলকারী কর্তৃক পরবর্তী ঘটনা/নথি রেকর্ডে আনার জন্য দায়ের করা অন্যান্য আবেদনগুলিও প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেহেতু আপিলকারী সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদালতে বিচারাধীন পক্ষগুলির মধ্যে সমস্ত কার্যধারা ইতিমধ্যেই প্রত্যাহার করেছেন, যেমনটি এই আদালতে বিচারাধীন সংযুক্ত বিষয়গুলিতে রেকর্ড করা হয়েছে, এটি এই বিষয়টি নির্দেশ করে যে তিনি অভিভাবকত্ব আবেদনটি তার যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে চান, এবং সেই কারণে, উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা

দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ পঠিত আদেশ XXII বিধি ১ পঠিত আদেশ । বিধি ১০ এর অধীনে স্থানান্তরের আবেদনটি খারিজ করা প্রয়োজন।তবে, আমরা দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা আবেদনটি পুনরুজ্জীবিত করছি যাতে আপিলকারীর পরিবর্তে তাকে একমাত্র এবং নিরঙ্কুশ অভিভাবক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এটি পারিবারিক আদালতের সামনে আইন অনুসারে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে চলবে। এর রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সহ উভয় পক্ষের কাছে উপলব্ধ সমস্ত যুক্তি আইন অনুসারে পারিবারিক আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তের জন্য উন্মুক্ত রাখা হলো।

৪৪. আমাদের নজরে আনা হয়েছে যে উত্তরদাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর জন্য মার্কিন নাগরিকত্ব এবং তার নামে মার্কিন পাসপোর্টও গ্রহণ করেছেন। সেই অভিযোগের প্রসঙ্গে, উত্তরদাতা আইনজীবীর মাধ্যমে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি সেই দাবিটি ত্বরান্বিত করবেন না এবং আপিলকারী কর্তৃক পোষণ করা যেকোনো ভুল ধারণা এড়াতে এটি এই আদালতে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। উত্তরদাতা আজ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তা করতে পারেন। একই সময়ে, আমরা উত্তরদাতাকে এই আদালতের পূর্বানুমতি ছাড়া অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে নিয়ে দিল্লির বাইরে বা বিদেশে ভ্রমণ না করার নির্দেশ দিচ্ছি, যা সংযুক্ত বিষয়গুলিতে নিতে হবে।

৪৫. উপরোক্ত শর্তাবলীতে (৪২ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত) আপিলটি আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হলো। স্থানান্তরিত মামলাটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হলো। খরচ সম্পর্কে কোনো আদেশ নেই। এই মামলার সমস্ত বিচারাধীন আবেদন নিষ্পত্তি করা হলো।

নিধি জৈন **হস্তান্তরিত মামলা খারিজ হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal